Anjuman-E-Ashrafiya Bangladesh
https://ashrafilibrary.blogspot.com

আশরাফ হামারা - মাহবুব হামারা

তরিকুল সালতানাত, মাহবুবে ইল্লাজদানী, গাউসুল আলম,
শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন

মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

সংক্ষিপ্ত জীবনী
ও
কারামাত

রওজা সৈয়দ মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ), কাছাউছা শরীফ, ইউ.পি. ভারত

আশরাফ হামারা- মাহবুব হামারা

তারিকুস সালতানাত, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউসুল আলম,
শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন

মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

অনুমতিক্রমে

আনোয়ারুল মাশায়েখ, আলে রাসুল (দঃ),
আওলাদে গাউছে আজম (রাঃ) শাহ সৈয়দ
মুহাম্মদ আনোয়ার আশরাফ আশরাফী
আল জিলানী (মাঃজিঃআঃ)

Anjuman-E-Ashrafiya Bangladesh

https://ashrafilibrary.blogspot.com

কম্পোজ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান ঃ
আশরাফী কালার গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
মোঃ সোহেল আশরাফী ০১৬৮০২২৩৩৩০
০১৮১১১২৬৬২৮

হাদিয়া ঃ ১২০ টাকা

https://ashrafilibrary.blogspot.com

উৎসর্গ

এই কিতাব খানি হুজুর সরকারে কাঁলা, আবুল মাসউদ শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ মোখতার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (রাঃ) ও হুজুর শায়খে আজম শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (রাঃ) এর উছিলা ধরে আমার আম্মা, আব্বা সকল আশরাফী ভাই বোনদের মা, বাবা, আপনজন সকলের রুহের মাগফিরাত কামনার লক্ষ্যে উৎসর্গীত করা হলো।

উক্ত বইয়ে যদি কোন ভূল ভ্রান্তি ধরা পড়ে তাহলে ক্ষমা চোখে গ্রহণ করে তা সংশোধন করানো অনুরোধ রইল।

Anjuman-E-Ashrafiya Bangladesh
https://ashrafilibrary.blogspot.com

https://ashrafilibrary.blogspot.com

সূচী পত্র

১	সংক্ষিপ্ত প্রশংসা	১
২	বংশ তালিকা	২
৩	সিলসিলায়ে বায়াত	৩
৪	জিন্দেগীতে মাস ও বৎসর	৫
৫	মাখদুম পাকের ৯৯ নাম	৬
৬	পিতার নাম	৭
৭	হযরত শায়েখ আলাউদদৌলা সিমনানী	৮
৮	সম্মানিত আম্মাজান	৯
৯	ছিমনান রাজ্য	৯
১০	জন্মের শুভ সংবাদ	১০
১১	জন্ম	১১
১২	বিদ্যা অর্জন	১১
১৩	বাদশাহী	১১
১৪	ন্যায় বিচার	১২
১৫	বাদশাহী ত্যাগ	১৩
১৬	সফর শুরু	১৩
১৭	পীর ও মুর্শিদের দরবার	১৫
১৮	জাহাঙ্গীর উপাধী লাভ	১৭
১৯	জাফরাবাদে অবস্থান ও কারামাত	২১
২০	পবিত্র স্থানসমুহের জেয়ারত	২৩
২১	নুরুল আইন আব্দুর রাজ্জাক (রাঃ)	২৪
২২	রওজা আকদাস জেয়ারত	২৪
২৩	বায়তুল্লাহ হজ্ব	২৪
২৪	পুনরায় মুর্শিদের দরবার	২৬
২৫	বসতি হলো বিরান	২৭

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https://ashrafilibrary.blogspot.com

২৬	কারামত	২৭
২৭	হযরত আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ) এর বিড়াল	২৭
২৮	১২ বৎসরের ভন্ড দরবেশ বিড়ালের নিকট ধরা	২৭
২৯	নিজের জীবন বিলিয়ে মেহমানদের জীবন রক্ষা	২৮
৩০	জাহাঙ্গীর এবং জানগীর	২৯
৩১	হযরত শায়েখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর জানাজার নামায	২৯
৩২	আল্লাহর অলির সঙ্গে পরিহাসের পরিণাম	৩০
৩৩	অহংকারী দরবেশের অবস্থা	৩১
৩৪	জলোচ্ছাস বন্ধ হয় অলিগণের উসিলায়	৩২
৩৫	হজ্ব করার বাসনা পূরণ	৩২
৩৬	মেধা ও প্রতিভা দান	৩৩
৩৭	অলির কৃপাদৃষ্টিতে বিড়াল	৩৪
৩৮	মরণাপন্ন বালককে নতুন জীবন দান	৩৬
৩৯	কুষ্ঠরোগ হতে আরোগ্য লাভ	৩৭
৪০	সন্তান লাভ করল অলির দোয়ায়	৩৮
৪১	আয়ুহীন মরণযাত্রীকে দশ বছর হায়াত দান	৩৮
৪২	সরীসৃপ মান্য করে আল্লাহর অলিগণকে	৩৯
৪৩	বিপথগামী মুরিদকে রক্ষা করেন মুর্শিদ	৩৯
৪৪	লোহা হলো স্বর্ণখন্ড	৪০
৪৫	আগুনে পোড়া জখম সুস্থ হয়	৪১
৪৬	ফজর হয়েও পিছিয়ে এল আবার রাত	৪২
৪৭	পিঁপড়ারাজ্যের মেহমানদরী	৪৩
৪৮	গাউছুল আলম (রাঃ) এর খলীফাগণ	৪৪

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https://ashrafilibrary.blogspot.com

৪৯	গাউছুল আলম (রাঃ) এর শেষ দিন	৪৬
৫০	গাউছুল আলম (রাঃ) এর শেষ বিদায়	৪৮
৫১	গাউছুল আলম (রাঃ) এর অমূল্য বানী	৪৯
৫২	আশরাফী তথ্য ভিত্তিক কিছু কিতাব	৫২
৫৩	হযরত গাউছুল আজম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) ৯৯ নাম	৫৩

https://ashrafilibrary.blogspot.com

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https://ashrafilibrary.blogspot.com

তারিকুস সালতানাত, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউসুল আলম, শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন **মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)** এর

সংক্ষিপ্ত প্রশংসা

গাউছূল আলম	বেলায়াতের উচ্চস্তর
মাহবুবে ইয়াজদানী	আল্লাহর ডাকা নাম
সুলতান	তিনি সিমনান রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন
সৈয়দ আশরাফ	তাঁর নাম।
জাহাঙ্গীর	(অধিকাংশ সুফিয়ায়ে কেরাম তাহাকে তখনকার সময়ের কুতুব বলে ডাকত) এই উপাধি তাহাঁর পীরও মুর্শিদ দেওয়া উপাধি।
সিমনানী	সিমনানী রাজ্যের দিকে সম্পর্কিত।

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বংশ তালিকা

* হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
এর কন্যা
* হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম মোহাম্মদ বাকের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইমাম ইসমাঈল আরোজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা
আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা আবুল হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল সানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা আবু মুসা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা আবু হামজা আহমদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা হুসাইন সাইফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা জামাল উদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা আকমল উদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা মোহাম্মদ মেহেদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

* হযরত সাইয়্যিদিনা মাহমুদ নুর বখশী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা তাজ উদ্দিন মোহাম্মদ বাহলুল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা সুলতান জহির উদ্দিন মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা সুলতান নিজামুদ্দিন আলী শের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা সুলতান ইমাদুদ্দীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* হযরত সাইয়্যিদিনা আবু সালাতিন সৈয়দ ইবরাহীম সিমনানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
এর ছেলে
* তারিকুস সালতানাত, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউসুল আলম, শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন **মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)**

সিলসিলায়ে বায়াত

* তারিকুস সালতানাত, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউসুল আলম, শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন **মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)**
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ আলাউল হক ওয়াদ্দিন গঞ্জেনাবাত পাণ্ডুবী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ আখি সিরাজুল হক ওয়াদ্দীন ওসমান আইনায়ে হিন্দ (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া মাহবুবে এলাহী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন

https://ashrafilibrary.blogspot.com

* হযরত শায়েখ খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত সুলতানুল মাশায়েখ, সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনউদ্দীন হাসান
সানজারী চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা ওসমান হারুনী চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ হাজী শরীফ জানজালী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ কুতুবউদ্দিন মওদুদ চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা নাসির উদ্দীন আবু ইউসুফ চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা আবু মোহাম্মদ চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা আবু ইসহাক শামী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ মুমশাদ উলুদ্দিনুরী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ আমিনুদ্দীন হাবিরাতুল বছরী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ সাইয়্যিদ ইয়াদদুদ্দীন হুজাইফা আল মারআনী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ সুলতান ইব্রাহিম আদহাম বলখী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন
* হযরত শায়েখ খাজা হাসান বসরী (রাঃ) এর হাতে
তিনি খলিফা হলেন

https://ashrafilibrary.blogspot.com

* ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী মুশকিল কুশা কাররামল্লাহু ওয়াজহু এর হাতে তিনি খলিফা হলেন
* উম্মতের কান্ডারী রহমতের ভান্ডারী নুর নবী, আল্লাহর নবী, দয়াল নবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন মোহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালালাম)

জিন্দেগীতে মাস ও বৎসর

* দেশ	সিমনান
* জন্ম	আনুমানিক ৭০৯ হিজরী এবং ৭১২ হিজরী মধ্যবর্তী সময়
* বিসমিল্লাহ শুরু	বয়স যখন ৪ বৎসর ৪ মাস ৪দিন
* সাত ক্বিরাতে কোরআন হিফজ	বয়স ৭ বৎসর ৭১৬হিঃ-৭১৯হিঃ মধ্যবর্তী
* শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান জাহেরী বাতেনী	বয়স ১৪ বৎসর ৭২৪হিঃ-৭২৭হিঃ মধ্যবর্তী
* বাদশাহী মসনদ আরোহন	বয়স ১৫ বৎসর ৭২৪ হিঃ-৭২৭হিঃ মধ্যবর্তী
* বাদশাহী ত্যাগ	বয়স ২৫ বৎসর ৭৩৪হিঃ-৭৩৭হিঃ মধ্যবর্তী
* বায়াত ও খিলাফত	বয়স ২৭ বৎসর ৭৩৬ হিঃ-৭৩৯হিঃ মধ্যবর্তী
* পীর ও মুর্শিদের খেদমতে পান্ডুয়াশরীফ	১ম বার- ৬বৎসর, ২য় বার-৪ বৎসর,৩য় বার-২ বৎসর মোট ১২বৎসর। বয়স ৩৩বৎসর ৭৪২হিঃ-৭৪৫হিঃ মধ্যবর্তী, ৮২৯হিঃ-৮৩২হিঃ মধ্যবতী,
* বয়স	১২০বৎসর
* সমাধি স্থল	রূহাবাদ রসূলপুর, দরগা, জেলা-ফায়েজাবাদ (বর্তমান আম্বেদকর নগর) ইউ,পি,ভারত।
*গদ্দিনিশীন	কুদওয়াতুল আফাক হযরত শায়েখ হাজী আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ)

https://ashrafilibrary.blogspot.com

* নাম

হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াজদানী, সুলতান সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কুদ্দুছিররুহুন্নুরানী (রাঃ) এর পবিত্র নাম সাইয়্যিদ মোহাম্মদ আশরাফ অথবা সাইয়্যিদ আওহাদুদ্দীন আশরাফ নির্দিষ্ট আশরাফ ছিল। তিনি সাইয়্যিদ আশরাফ নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

মাখদুম পাকের ৯৯ নাম

* সাইয়্যিদ আশরাফ * মীর আশরাফ * জাহাঙ্গীর আশরাফ * মাখদুম আশরাফ * হাজী আশরাফ * হাজিউল হারামাইন আশরাফ * গাজী আশরাফ * মাহবুব আশরাফ * মাহবুবে ইয়াজদানী আশরাফ * তাজ মাহবুবানে আশরাফ * শেখ আশরাফ * শায়খুল আশরাফ * কুতুবে আশরাফ * কুতুবুল আকতাব আশরাফ * গাউছ আশরাফ * গাউছুল আলম আশরাফ * হাদী আশরাফ * শায়খুল ইসলাম আশরাফ * হাদী উম্মাহ আশরাফ * করীম আশরাফ * ফরজন্দে ফাতেমাতুজ্জাহেরা আশরাফ * আওলাদে আলী মুরতোজা আশরাফ * সিব্বরা আহমদ মোজতবা আশরাফ * নাওয়াছা মোহাম্মদ মোস্তাফা আশরাফ * কালামে কামান্দাহ দরগাহে ইয়াজদাহ আশরাফ * সানন্দা কালামে ছুবহান আশরাফ * আশিকে আশরাফ * আশিকে আশিকানে আশরাফ * নাহায়েঙ্গে হাফতে দরিয়া আশরাফ * শাহে আশরাফ * শাহে শাহানে আশরাফ * ফক্বীর আশরাফ * ফক্বীরুল ফুকারায়ে আশরাফ * গরীব আশরাফ * গরীবুল গোবরায়ে আশরাফ * মিসকিন আশরাফ * মিসকিন মিসকিনানে আশরাফ * সুলতান আশরাফ * সুলতানে সুলতানানে আশরাফ * মক্ববুলে আশরাফ * মকবুলে দরগাহে আশরাফ * জাহা গাশত আশরাফ * রওশন জমীর আশরাফ * রাহনুমা আশরাফ * হযরত আশরাফ * হযরত কুদওয়াতুলকুরা আশরাফ * এনায়েত উল্লাহ আশরাফ * শুকর উল্লাহ আশরাফ * মাহবুব উল্লাহ আশরাফ * আউলিয়া আল্লাহ আশরাফ * নিয়ামত উল্লাহ আশরাফ * আছরার উল্লাহ আশরাফ * আশিক উল্লাহ আশরাফ * আলমগীর আশরাফ * বুরহানুদ্দীন আশরাফ * জামাল আশরাফ * জামালুল্লাহ আশরাফ * জালালে আশরাফ * জালালুল্লাহ আশারাফ * কামাল আশরাফ * কামালুল্লাহ আশরাফ * আতিফে আশরাফ * জাহিদে আশরাফ * ওলিয়ে আশরাফ * বাদশাহে আশরাফ * আমিরে আশরাফ * আলিমে হাক্কানী আশরাফ * আরেফে রাব্বানী আশরাফ

https://ashrafilibrary.blogspot.com

* মুর্শিদে সাকালাইন আশরাফ * খাদেমুল ফুকারায়ে আশরাফ * মুর্শিদে আশরাফ * দস্তগীর আশরাফ * সাহেবে কাউনাইনে আশরাফ * কামিল আশরাফ * আলিম আশরাফ * আমিনুত তরীক্বত আশরাফ * ছের হালক্বায়ে জিকরে জাকেরা আশরাফ * তাজউদ্দিন আশরাফ * গঞ্জে আসরার আশরাফ * কবীর আশরাফ * ইমামুদ্দিন আশরাফ * ফাজিল আশরাফ * জিকরুল্লাহ আশরাফ * ফানাউল হাকিক্বত আশরাফ * করীম আশরাফ * রাহীম আশরাফ * বহীর আশরাফ * আলীম আশরাফ * ছামী আশরাফ * সাত্তার আশরাফ * কারসাজে আশরাফ * কাসাজা রাহমানিয়াজা আশরাফ * বাখোদা হামরাজ আশরাফ * আগিছনী ফী ক্বাদায়ে হাজতী ইয়া ক্বাদিয়াল হাজাত বাহক্কে সাইয়্যিদ মোহাম্মদ ওয়া আলিহী আজমায়িন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

*** পিতার নাম ঃ** তাঁহার পিতার নাম হযরত সুলতান সাইয়্যিদ ইবরাহীম (রাঃ)। যিনি সিমনান শহরের বাদশাহ ছিলেন। তাহার পিতা সুলতান সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন ইন্তেকালের পর তিনি বাদশাহ মসনদে আসীন হন এবং আলাউদৌলা বরকী কে নিজের প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী পরহিজগার, নেক দিল উত্তম চরিত্র। আল্লাহ ভক্ত বুজুর্গ ছিলেন এবং তিনি সকল আল্লাহ প্রাপ্তির মঞ্জিল পার হয়ে রূহানিয়াতের এক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং বিদ্যা পান্ডিত্য এর উচ্চ দরজার অধিকারী ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত গাউসুল আলম তার একটি পত্রে তাহার পিতার আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়।

খাওয়ারিজমদের মধ্যে এক ব্যক্তি শরীয়তের বিদ্যা অর্জন করত। মারফতের বিদ্যা অর্জন করার প্রত্যাশা করিলে ঐ রাস্তার জন্য হযরত খিজির (আঃ) এর শুভ সংবাদে জানতে পারেন যে সাইয়্যিদ ইব্রাহিমের হাতে ধর তার হাতেই রয়েছে সেই গুপ্ত ধন অত:পর তিনি সেই রাস্তা অতিক্রম করে উচ্চ দরজা লাভ করেন।

তাহার রাজ্য পরিচালনার সময় সিমনানের চর্তুদিকে শুধু জয় আর জয়ের ধ্বনি রাজ্যের প্রশান্তি শিক্ষা দীক্ষায় এতই উর্ধে ছিল যে তাহার সময় বার হাজার ছাত্র ইলমে দ্বীন শিক্ষায় করে তিনি সুফিবাদ ফকীর এবং মাশায়েখদের প্রতি ছিলেন অনেক সংবেদনশীল।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

*** হযরত শায়েখ আলাউদদৌলা সিমনানী ঃ** শায়েখ আলা উদদৌলা সিমনানী সুলতান সাইয়্যিদ ইব্রাহিম এর একনিষ্ট মাহবুব ছিলেন এবং ধারাবাহিকতায় গাউছুল আলম মাহবুবে ইয়াজদানী সুলতান সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর প্রথম ওস্তাদ ছিলেন। সিমনা শহরে প্রসিদ্ধ খানকাহে সাকাফিয়াহ সুলতান সাইয়্যিদ ইব্রাহিম তাহার জন্যই বানিয়ে ছিলেন যেটা ষোল বৎসর পর্যন্ত শায়েখ রুকন উদ্দিন আলাউদ দৌলা সিমনানী পরিচালনা রেখেছিলে। ঐ খানকাহের মধ্যে তখনকার সময় হাজার ও ছাত্র মারেফাতের বিদ্যা অর্জনে লিপ্ত থাকত। অনেকেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ হয়ে দ্বীনের দাওয়াতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দাড়িয়ে রয়েছেন। হযরত শায়েখ আলা উদ দৌলা কতটুকু পরহেজগার ও মুত্তাকী ছিল তাহা নিম্মোক্ত ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। একদিন বাদশাহ তাহার দরবারে হরিণের গোশত তোহফা হিসেবে নিয়ে আসলেন বললেন হযরত এই গোশত শিকার করে আনা হয়েছে দয়া করে আপনি গ্রহণ করুন। শায়েখ বললেন ঐ সময় আমার আমীর নওয়াজ এর একটি ঘটনা মনে পড়ল তখন খোরাসানে ছিলেন মাসদে যিয়ারতের উদ্দেশ্য তাউচ গিয়েছিলেন। পঞ্চাশ আরোহী নিয়ে আমীর তাহার কাছে আসল এবং বলল আপনি যতদিন খোরাসানে থাকবেন আমার সাথে থাকবেন। তিনি কয়েক দিন তার সাথে রইলেন। একদিন দুটি খরগোশ নিয়ে আসল বললেন আমি নিজে এই খরগোশ দুটিকে শিকার করেছি আপনি গোশত খেতে পারেন। আমি বললাম আমি খরগোশের গোশত খায়না এই জন্য যে হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলিয়াছেন যে "খরগোশ হারাম" এক জন বুজুর্গ যেহেতু হারাম জানতেন তাই সেটা না খাওয়ায় উত্তম। তিনি চলে গেলেন আবার দ্বিতীয় দিন আসলেন একটি হরিণের গোশত নিয়ে এসে বললেন আমি নিজের হাতে হরিণটি শিকার করেছি "আমি জবাবে বললাম এই কথাটা মাওলানা জামাল উদ্দিনের দিকে মনোযোগ হয়েছিল" যেমন হামদানের এক মৃঘল আমির তাহার অনেক ভক্ত ছিল সে এক দিন দুটি মোরগ নিয়ে আসলেন বললেন আমার বাজ পাখিটা সেগুলোকে ধরেছে হালাল হিসেবে গ্রহণ করুন। হযরত বললেন মোরগার উপর আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো তোমার বাজ কি কারণে কিসের বিনিময়ে মোরগারে ধরিয়াছে সেটা নিয়ে যাও আমার ধারা খাওয়া সম্ভব নয়। শায়েখ বললেন এই কাহিনী আমার স্মরণ হয়ে গেল এবং আমি এই হরিণের গোশত খাইলাম না কিন্তু সে অনেক ভক্ত ছিল বিধায় তাকে খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হলো।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হযরত শায়েখ আলাউদ দৌলা ছাড়াও আরো বহু আউলিয়ায়ে কামিলিন গণ তখনকার সময় সিমনানে অবস্থান করেছিলেন তাদের মধ্যে এক মজ্জুব অলি যার নাম শায়েখ ইব্রাহিম ছিল।

*** সম্মানিত আম্মাজান ঃ** তাহার আম্মাজানের নাম হযরত সাইয়্যিদা খাদিজা যার ছিলছিলা বনী সামানে শাহী খান্দানের সাথে মিলিত। আর তিনি নিজে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ ইউসুফী (রাঃ) এর আওলাদ ছিলেন। নামাযের অনেক অনুসারী ছিলেন তাহার তাহাজ্জুদের নামায কখন ও কাজা হয়নি। বেশী সময় নফল রোজা রাখতেন কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।

*** ছিমনানের রাজ্য ঃ** তৃতীয় হিজরী সনে সামনের প্রতিপত্তির সময়ে খান্দানে সামানিয়ার দ্বিতীয় বাদশাহ আহমদ ইবনে ইসমাঈল সামনি এর আয়ত্তে আসে। আহমদ সামনি খান্দানে সামানিয়ার মধ্যে এই বাদশাহ ছিলেন যার সীমানা হলো, সমরকন্দ, বুখার, ফরগানা, হযরত মাওরাউন রাজ্য বলতে গেলে খোরাসান হইতে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে অত্যন্ত ন্যায় বিস্তার তীক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন শান সৌকতের খলিফায়ে আব্বাসিয়া যেমনটি ছিল।

আহমদ সামানি শায়েখ মাহমুদ এর ছেলে সাইয়্যিদ তাজ উদ্দিন নুর বখশীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত ছিলেন। যাহার ছিলছিলায়ে নসব নামা ১৪তম বংশপুরুষ হযরত মাওলায়ে কায়েনাত পর্যন্ত পৌছে। যার বংশ সামানিয়া থেকে আরো নিকটতম এই বংশগত শক্তিই শুধু নয় তাহার আমল আখলাক রুহানী শক্তি এতই প্রবল ছিল যে তাহাকে উচ্চ শিখরে পৌছতে সহযোগীতা করেছিল।

যখন বোখারার সিংহাসন নিয়ে ইসমাঈল সামানী এবং তার ভাই মাহমুদ সামানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হলো এক পর্যায়ে যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলে ইসমাঈলের আমীর পরামর্শ দিলে যে মাহমুদের সাথে সমাধান করার জন্য। কেননা আমাদের সৈন্য মাহমুদের সৈন্যের তুলনা অনেক কম। ঐ সময় নিজামুদ্দিন বরমক্কী তাহার প্রধান সেনাপতি পরামর্শ দিলেন যে সময়ের প্রসিদ্ধ সুফী বুজুর্গ হযরত সৈয়দ মাহমুদ নুর বখশী এর কাছে গিয়ে জয়ের জন্য দোয়ার প্রার্থনা করা যাইতে পারে। ঐ মুহুতেই ইসমাঈল সামানীকে নিয়ে সাইয়্যিদ মাহমুদ নুর বখশী (রঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দোয়া প্রার্থনা করলেন। হযরত তাহাদের জয়ের জন্য দোয়া করলেন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

ইসমাঈলের পরে তার ছেলে আহমদ সামানী মসনদে বসলেন এবং তিনি শায়েখ মাহমুদ নূর বখশী (রঃ) এর ছেলে সৈয়দ তাজ উদ্দিন বাহলুল নুর বখশীকে তাহার প্রধান সেনাপতি পদে আসীন দিয়েছিল ইরাক এবং খোরাসানের কিছু অংশ তাহাকে জায়গা দিয়ে ছিলেন। এমন কি খারিজ করে দিলেন। আহমদ ইবনে ইসমাঈল এর পরে সৈয়দ তাজ উদ্দিন বাহলুল তাহার নিজের অধিপত্য বলে ঘোষনা করে দিলেন। নিজের নামে মুদ্রা, খুৎবা সাবির্ক সকল কিছু প্রচলন করে পঞ্চাশ বৎসর কাল ক্ষমতা জারী রাখেন অনেক পুরনো ইতিহাসের শহর সিমনান।

দীর্ঘ অনুমানিক চারশত বছর ধরে নুর বখশের বংশধরগণ সিমনানের বাদশাহী করে আসছিল।পরবতীতে তৈমুরের আক্রমনে তাহাদের বাদশাহীর ইতি ঘটে সুলতান সাইয়্যিদ ইব্রাহীম ঐ বংশের পঞ্চম বাদশাহ হিসেবে খ্যাত।

*** জন্মের শুভ সংবাদ ঃ** সুলতাল সৈয়দ ইবরাহীম (রাঃ) এর ক্ষমতা যখন গ্রহন করেন তখন তাহার বয়স ১২বৎসর ছিল। ২৫ বৎসর বয়সে হযরত খাদিজা বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং তাদের মধ্যে দুই তিনজন কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর বেশ অনেকদিন তাদের সন্তানের আর কোন সম্ভাবনা পায়নি তাই তাহারা অনেক চিন্তিত ছিলেন একদিন বাদশাহ তাহার স্ত্রী সহ নামাযে ফজরের পর তাদের আন্দর মহলে বসা ছিলেন হঠাৎ করে অন্দর মহলে দেখতে পেলেন যে এক মজ্জুব অলি যার নাম ইবরাহীম। বিবি খাদিজা এবং বাদশাহ নিজে দুনোজনেই সেই মজ্জুব কে যথা সাধ্য দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজেদের স্থানে বসতে দেয় এবং হাত জোড় করে দুনো জনেই সামনে দাড়িয়ে থাকে। মজ্জুব বললেন তোমাদের ছেলের জন্য খুব খায়েশ। বাদশাহ খুশিতে জগমগ হয়ে বললেন জ্বি হুজুর যদি দয়া করেন। মজ্জুব অলি বললেন আমি তোমাকে অনেক দামি বস্তু দান করব কিন্তু তার বিনিময় অনেক বেশী দিতে হবে। বাদশাহ বললেন যা বলেন তাই দিতে রাজি এই বলে বাদশাহ হাজারো শাহী আশরাফী মুদ্রা এনে তাহার হাতে দিয়ে দিলেন মজ্জুব অনেক খুশিতে চলে যেতে যেতে বললেন তুমি ইব্রাহিমের সাথে লেনদেন করে খুব দামী জিনিস ক্রয় করে নিয়েছ। বাদশাহ একটু আগানোর পরে মজ্জুব বললেন দুই বেটা লও একজন আল্লাহর রাস্তায় চলে যাবে। এই বলেই মজ্জুব উধাও হয়ে গেলেন। কিছু দিন পরেই বাদশাহ মহলে খুশিতে আত্মহারা হয়েছেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

অন্য আরেক বর্ণনায় জানা যায় যে, বাদশাহ ইব্রাহীম (রাঃ) তাহার মহলে ঘুমিয়ে ছিলেন স্বপ্নে নবী করীম (দঃ) কে জিয়ারত নসীব হয়। নবী করীম (দঃ) তাকে বললেন ইব্রাহীম খাদিজা তোমাদের কে দুই ছেলে দান করা হয়েছে। একজনের নাম আশরাফ, দ্বিতীয়জনের নাম হবে আরাফ রাখিও। আরাফ অনেক বড় আলেম হলে এবং তার বিদ্যায় জগতের অনেকেই উপকার পাবে।

*** জন্ম ঃ** তিনি আনুমানিক ৭০৯ হিজরী বা ৭১২ হিজরী এর মধ্যবর্তী সময় তাহার জন্ম। যেই দিন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন সেই দিন ইব্রাহীম মজ্জুব দুইবার অন্দর মহলে আসেন এবং বলেন ছেলেকে অত্যন্ত সাবধানে লালন পালন করিও সেবক আমানত যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দান করিয়াছেন।

সুলতান হুজুর নবী করীম (দঃ) এর আদেশক্রমে আগত জনের নাম আশরাফ রাখলেন। কেননা অত্যন্ত আবেদন বিনয় নিবেদনের বিনিময়ে শুভ সংবাদে তাহার জন্ম হয়েছিল। সেই জন্যেই তাহার ছোটকাল থেকেই আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পাইতে থাকে।

*** বিদ্যা অর্জন ঃ** যখন তাহার চার বৎসর চার মাস চার দিন হলো তখনই তাহাকে বিসমিল্লাহ শরীফ মাওলানা ইমাদুদ্দিন তবরিজী (রাঃ) তাহার ওস্তাদ হয়। সাত বৎসর বয়সে সাত কিরাতে তিনি কোরান হিফজ সম্পন্ন করে ফেলেন। তারপর তিনি শরীয়তের পূর্ণ শিক্ষা অর্জনে মনোনিবেশ করে। ১৪ বৎসর বয়সে তাফসীরে, হাদীস, ফিকাহ, ছরফ, ফরায়েজ, বালাগাত মানতেক সহ বিভিন্ন ভাষায় পারোদর্শী হয়ে উঠেন। অতঃপর শরীয়তের পূর্ণ বিদ্যা অর্জন সম্পন্ন করে তৎকালিন সময়ের আলেমদের মধ্যে তাহার স্থান প্রথম কাতারে পৌছে যায়।

*** বাদশাহী ঃ** সবেমাত্র হযরত গাউসুল আলম শরীয়তের পূর্ণ শিক্ষা শেষ করেছেন। বয়স তখন ১৫ বৎসর তখনই তাহার আব্বাজান ইন্তেকাল করেন। আর এদিকে রাজ্যের দ্বায়িত্বভার তাহাকেই সামলাতে হবে ৭২৪ হিজরী বা ৭২৭ হিজরী মধ্যবর্তী সময় তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং অত্যন্ত সুক্ষতীক্ষ্ন ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে আব্বাজানের সেই সুপরিচালিত রাজ্যকে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিচালনা শুরু করে ছিলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

*** ন্যায় বিচার ঃ** তাহার ন্যায় বিচারে ঘটনা অনেক রয়েছে তার মধ্যে **"লাতয়েফে আশরাফী"** কিতাবে হযরত আলাউদ দৌলা সিমনানী হইতে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি একবার শিকার করার উদ্দেশ্য কোন এক জায়গায় গেলেন শিকারী খুজাখুজি করার জন্য সৈনিকদের চর্তুদিকে পাঠিয়ে দিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ আবেদন নিয়ে আসল যে, এক সিপাহী তার দই জোর করে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি সকল সিপাহীকে হাত বেধে দাড়িয়ে যেতে আদেশ করলেন। বললেন চিহ্নিত কর কোন সিপাহী তোমার দই খেয়েছে উপস্থিত যারা ছিল তারা কেউ নই এমতাবস্থা আরেকজন সিপাহী শিকার নিয়ে আসছিল লোকটি বলল হযরত ঐ সিপাহী আমার দই খেয়েছে সাথে সাথে সিপাহী অস্বিকার করল। লোকটি কোন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি। তখন হযরত নিজ দ্বায়িত্ব সাক্ষীর ব্যবস্থা বের করল এইভাবে বললেন দোষী সিপাহী কে ৪টি মাছি খাওয়ায়ে দাও মাছি খাওয়ার সাথে সাথেই সিপাহী বমি করল তখন পর্যন্ত দই হজম হয়নি তাই বমিতে দই বের হয়ে আসল। সাথে সাথে দোষী সাব্যস্ত হলো তাই সিপাহীর ঘোড়া জিনসহ লোকটিকে দিয়ে সিপাহীকে কারাগারে প্রেরন করে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো তাহার দরবারে এক দরবেশ অভিযোগ তুলে ধরল যে আমি একদল লোকের সাথে ঘুমিয়ে ছিলাম আমার কোমরে বেল্টবদ্ধ ৪০টি আশরাফী মুদ্রা ছিল সেগুলি গভীরে কোমর থেকে কে বা কাহারা নিয়ে গেছে কিন্তু যারা সাথে ছিল হযরত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন সবাই কসম (শপথ) করে অস্বীকার করল অতঃপর দরবেশ লোকটি হাউমাও করে কাঁদতে লাগল অতঃপর হযরত কাফেলার মধ্যে সকল প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিল হযরত সকলের বুকে হাত রাখতে শুরু করলেন দেখা গেল শেষের ব্যক্তির বুকে হাত রাখার সাথে সাথে তার বুকটা ধরফর করিতেছে অতঃপর হযরত তার থেকে মুদ্রা বের করলেন। একটি মুদ্রা কম ছিল যা সে নিজেই স্বীকার করেছিল যে এক মুদ্রা সে খরচ করে ফেলেছে।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

*** বাদশাহী ত্যাগঃ** এতদসত্ত্বেও তাঁর অন্তরে একজন জাহেরী মুর্শিদ লাভের তীব্র আকাংখা প্রশমিত হয়নি। এ আকাংখার তীব্রতা তাঁকে বাদশাহী কর্মকান্ডে সম্পুর্ণ উদাসীন করে ফেলে। তিনি অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ পরিপূর্ণ হয়। তিনি রমজান মাসের শেষ দশ দিনে শবে কদরের আশায় রাত্রি জাগরণ করেছিলেন। এ অবস্থায় সাতাশের রাতে হযরত খিজির (আঃ) এর আগমণ ঘটে এবং হযরত সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) কে বাদশাহী সিংহাসন পরিত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন, যেখানে তাঁর কাংখিত মুর্শিদের সন্ধান মিলবে। হযরত খিজির (আঃ) এর নির্দেশ পেয়ে তিনি সিংহাসনের ভার স্বীয় অনুজ (ছোট ভাই) সৈয়দ আরাফের হাতে ন্যাস্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলেন ৭৩৩ হিঃ সনে। অতঃপর তিনি আম্মাজানের অনুমতির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং পুরো বিবরণী দিয়ে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক ফকিরী অবলম্বন করে সফরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর মহিয়সী আম্মা হযরত খাদিজা বেগম তাঁকে বললেন, 'প্রিয় সন্তান তুমি জন্ম গ্রহণের পূর্বেই সুলতানুল আরেফীন হযরত খাজা আহমদ বসভী (রঃ) স্বপ্নে আমাকে তোমার জন্মের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাকে এমন সন্তান প্রদান করা হবে, যার বেলায়তের সূর্যালোক গোটা পৃথিবী আলোকিত হবে এবং তার হেদায়তের ফলে পৃথিবী হতে গোমরাহীর তমসা দূরীভুত হবে। হয়তঃ আজ সে ভবিষ্যদ্বানীরই বাস্তব রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। তাই আমি তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি'।

*** সফর শুরু ঃ** আম্মাজানের অনুমতি নিয়ে তিনি খোদার রাহে বেরিয়ে পড়লেন সবকিছু পরিত্যাগ করে। তাঁর পিছনে পড়ে রইল রাজসিংহাসন, রাজ্য ও রাজত্ব, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গী সহচর সকলেই। তবে তাঁর আম্মাজানের ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ আড়ম্বর আয়োজন সহকারে তাঁকে সিমনানের শেষ সীমানা পর্যন্ত লোকজন বিদায় জানাতে এসেছিল। সকলে অশ্রুসজল নয়নে হযরতকে বিদায় জানিয়েছিলেন। হযরতের অন্তরও বিচ্ছেদ বেদনায় বিমুঢ় হয়েছিল।

হযরত সিমনান হতে প্রথমে বুখারায় গিয়ে পৌছেন এবং জনৈক 'মজযুব' দরবেশের সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি হযরত এর সাথে বুক মিলালেন এবং স্বীয় কপালকে হযরতের কপালের স্থাপন করে হযরতের চুল ধরে মাথা হেলাতে লাগলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

এভাবে কিছুক্ষণ পর মজযুব দরবেশ হযরতকে পূর্বদিকে ইশারা করে অবিলম্বে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত বুখারা হতে সমরকন্দে এলেন। সমরকন্দের শেখুল ইসলাম হযরতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করলেন। এখানে একরাত অবস্থানের পর তিনি আবার রওয়ানা হলেন।

সমরকন্দ পর্যন্ত তাঁর দুজন খাদেম কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ছিলেন না। তিনি এখানে নিজেদের পথচলার বাহন ঘোড়াগুলি প্রথমে ফকির মিসকিনকে দান করে দিলেন ফলে পথচলার কষ্ট যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। খাদেম দুজন খুব কাহিল হয়ে পড়ে। রাতে যখন বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয় তখন তারা গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ে। কিন্তু হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীরের চোখে ঘুমের লেশমাত্র ছিলনা। তিনি অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে ঐ সহচর দুজনকেও পরিত্যাগ করার বাসনা জাগে। তাই তাদের আগোচরে তিনি রাতের আঁধারিতে তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। এভাবে অতীত জীবনের সব সহচর, সম্পদ ও সঙ্গী হতে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হলেন।

মাসের পর মাস জঙ্গল, পাহাড় ও বন্দুর পথ অতিক্রম করে অবশেষে তৎকালীন সিন্ধু-প্রদেশের প্রখ্যাত শহর, 'উঝ'-এ পৌছেন। (এটি বর্তমানে মুলতানের সন্নিকটে একটি পুরাতন শহর হিসেবে পরিচিত)। এখানে তখন বিশ্বখ্যাত সাধক হযরত মাখদুম জালাল উদ্দিন জাহানিয়া জাহাগঁশত (রাঃ) এর খানকাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের অলি ছিলেন। আরব ও আজমের বহু জ্ঞানী-গুণী সাধকের নিকট হতে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে লাভবান হন। বহু মাশায়েখ তাঁকে নিজেদের তরীকা ও সিলসিলার খেলাফত প্রদান করেছিলেন। চিশতীয়া তরীকার মধ্যে তিনি হযরত নাছির উদ্দিন 'চেরাগে দিল্লী' (রাঃ) হতে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে এসে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর হযরত জালাল উদ্দিন (রাঃ) এর সাথে মোলাকাত করলেন। হযরত জালাল উদ্দিন সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীরকে খুব সস্নেহ সমাদর করলেন এবং তিনদিন তাঁকে এখানে রেখে অনেক অমূল্য জিনিস দান করেন। তারপর অবিলম্বে তিনি তাকে বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, " দেরী করোনা, হযরত আলাউদ্দিন গঞ্জেনাবাত (রাঃ) তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান।" হযরত আশরাফ সেখান হতে অতঃপর দিল্লী এসে পৌছলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

এখানকার বেলায়াতধারী বুযর্গ তাকে দেখে বললেন, " আশরাফ " তোমাকে স্বাগতম। কিন্তু তোমার এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না ভাই। আলাউদ্দিন গঞ্জেনাবাত (রাঃ) তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এভাবে এখান হতে তিনি তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পূর্বদিকে রওয়ানা হলেন।

*** পীর ও মুর্শিদের দরবার ঃ** যে পীর ও মুর্শিদের সাক্ষাৎ লাভের সুতীব্র তাড়নায় তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে অশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করেছেন, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন এবং হযরত খিজির (আঃ) হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন দরবেশ যে পীর ও মুর্শিদের পবিত্র সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডবের হযরত সুলতানুল মুরশেদীন শেখ আলাউল হক ওয়াদ্দীন গঞ্জেনাবাত (রাঃ) এর খানকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, পীর ও মুর্শিদ পূর্ব হতেই তাঁ আগমনের ব্যাপার জ্ঞাত। জানা যায় যে, হযরত খিজির (আঃ) তাঁর সম্পর্কে হযরত আলাউদ্দিনকে সত্তর বার (৭০) জ্ঞাত করেছেন। তাই তিনি তাঁর অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আশরাফ যখন পাণ্ডুয়া শরীফের (পাণ্ডব) নিকটবর্তী হন তখন হযরত আলাউল হক স্বীয় কামরায় আরাম করছিলেন। তিনি অদৃশ্যভাবে জানতে পারলেন হযরত আশরাফের আসার ব্যাপারে। কয়েকদিন পূর্বেই তিনি স্বীয় মুরিদ ও সঙ্গীগণকে বলেছিলেন যে যার জন্য তিনি দীর্ঘ দুই বছর অপেক্ষায়মান, তিনি আজ কালের মধ্যে এসে পৌছাবেন। (হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীরের সিমনান হতে 'পাণ্ডব' পৌছতে দুই বছর সময় লাগে। মুর্শিদ সে দুই বছর সময় অপেক্ষার কথাই বলেছেন। এখন তাঁকে এগিয়ে আনার জন্য হযরত আলাউল হক (রাঃ) স্বীয় কামরা হতে বাইরে এলেন এবং এরশাদ করলেন, " বুয়ে ইয়ার মী আয়দ " অর্থাৎ 'বন্ধুর সুবাস ভেসে আসছে'। অতঃপর তিনি সঙ্গী সহচর ও মুরিদগণের বিরাট এক মিছিলসহ স্বীয় খানকাহ হতে বের হলেন। এটা সত্যিই এক অপূর্ব দৃশ্য। হযরত আলাউল হক (রাঃ) অতি বিখ্যাত ও বুযুর্গ ব্যক্তি হিসাবে বাংলার তৎকালীন বাদশাহর কাছে পর্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুগর্গীই তাঁকে এ বিরল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। অথচ তিনিই যাচ্ছেন একজন মেহমানকে মহা সমাদরে এগিয়ে আনার জন্য! নিশ্চয় সেই মেহমান হযরতের কাছে তেমনই প্রিয় ও আদরের।

অবশেষে হযরত আশরাফেও দুর হতে হযরত আলাউল হক (রাঃ) কে দেখে চিনতে পারলেন এবং তিনি দৌড়ে এসে কদমের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হযরত আলাউল হক (রাঃ) তাড়াতাড়ি সৈয়দ আশরাফকে বুকে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন " তোমার আসার পূর্বে হযরত খিজির (আঃ) তোমার আসার ব্যাপারে সত্তর বার (৭০) আমার কাছে এসেছেন এবং বলেছেন যেন তোমার যত্নে কোনরূপ ঢিলেমি না দেখানো হয়। যেহেতু তুমি আল্লাহর এক আমানত স্বরূপ যা আমার নিকট এসে উপনীত হবে।" হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) স্বীয় পীর ও মুর্শিদকে দুর থেকে দেখেই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং মুর্শিদও তেমনি এক তীব্র আবেগ অনুভব করেছিলেন। অদৃশ্য এক আকর্ষণের তীব্রতা অবশেষে উভয়ের মিলনের মাধ্যমে প্রশমিত হলো।

হযরত আলাউল হক (রাঃ) তাঁকে এগিয়ে আনতে বিরাট আয়োজন করেন যা থেকে হযরত সৈয়দ আশরাফের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ও ভালবাসা অনুমান করা যায়। তিনি নিজের ব্যবহারের পালকি এবং স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত আখী সিরাজুল হক (রাঃ) এর ব্যবহৃত পালকি যা তাঁর হস্তগত হয়েছিল তাতে চড়ে দরবারে অবস্থিত সকল খলীফা, সঙ্গীসহচর, মুরীদ ও ভক্তগণকে নিয়ে শহর হতে প্রায় আট মাইল দুরে 'মালদহের' নিকটে পৌছেছিলেন। সেখানে অবস্থান করে অস্থিরভাবে খোঁজ করছিলেন বাংলার দিকে আসা কাফেলা সমূহে কাঙ্খিত ব্যক্তিকে । অবশেষে যখন তাঁর দেখা মিলল তখন অতি সমাদার করে স্বীয় খানকায় নিয়ে আসেন।

খানকায় পৌছে হযরত আলাউল হক (রাঃ) অতি আদরের সাথে সৈয়দ আশরাফকে নিকটে বসালেন এবং বললেন, "বৎস ! আজ পার্থিব মোহ থেকে হাত ধুয়ে ফেল, নইলে মিলনের মধুরতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। "হযরত আশরাফ এ কথা শুনে অতি বিনয়ের সাথে উত্তর করলেন যে, হ্যাঁ, তিনি এ থেকে পূর্বেই পবিত্র হয়েছেন। বলে আজ মহান মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। তারপর তিনি প্রিয়তম এ ভক্তকে নিজ হাতে আহার্য মুখে তুলে খাওয়ালেন। ইতিপূর্বে এ পরম সৌভাগ্য অন্য কারো ললাটে জোটেনি। তাই দরবারের সকলে বিস্ময়াভিভুত হয়ে গেলেন। খাওয়া শেষে তিনি সকল লোককে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলে সকলে কামরা হতে বেরিয়ে গেল। শুধুমাত্র মীর সৈয়দ আশরাফ স্বীয় মুর্শিদের সাথে থাকতে পেলেন। পীর ও মুর্শিদ তাঁকে একাকি বাইয়াত করালেন এবং নেয়ামত দানে সৌভাগ্যবান করলেন। সৌভাগ্যের পেয়ালা আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হলো। পীর মুর্শিদ তাঁকে নিজে হাত ধরে কামরার বাইরে এলেন, তখন তাঁর চেহরায় স্বর্গীয় নুরের আভা বিকির্ণ হতে লাগল।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

মুর্শিদ তাঁকে নিয়ে সকলের সামনে এলেন এবং পুনরায় খানকায় প্রবেশ করে বিবিধ 'বরকতময় স্মারক' নিয়ে এসে বললেন, "হে আমার সঙ্গী সাথীরা ! জেনে রেখো, বুযর্গানে কেরামের এসব বরকতময় স্মৃতি স্মারক দীর্ঘদিন ধরে গচ্ছিত ছিল। এখন এ প্রাপক উপস্থিত হয়েছে, আমি তাকে এগুলি প্রদান করলাম"। ঐ সব তিনি হযরত সৈয়দ আশরাফকে প্রদান করলেন। এভাবে পীর ও মুর্শিদ তাঁকে দীক্ষিত করে নিলেন এবং তিনিও স্বীয় পীরের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট বার বৎসর পীর ও মুর্শিদের সেবায় অতিবাহিত করেন। হযরত আলাউল হক (রাঃ) আল্লাহর পথের সন্ধানের এসে আস্তানায় স্থান গ্রহনকারীদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় নিয়োজিত করতেন। এমন কি স্বীয় সন্তান নুরে কুতুবে আলম যিনি পরে বিশ্বখ্যাত সাধক হয়েছেন, তাঁকেও ভিস্তি ও অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রম করাতেন। অথচ সৈয়দ আশরাফকে কোন কাজ করতে দিতে সম্মত হননি। এখানে থাকাকালে তিনি স্বীয় মুর্শিদকে বিনীতভাবে বলতেন, হুজুর আমাকে খানকায় কোন কাজ করার সুযোগ দিন। কিন্তু পীর ও মুর্শিদ তা সস্নেহে প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেন, "তোমার সম্পর্কে হযরত খিজির এত বেশী প্রশংসা করেছেন যে, তোমাকে কাজ করাতে আমার লজ্জা হয়"। বরঞ্চ তিনি প্রিয়তম মুরিদকে সর্বদা নিজের সাথেই রাখতেন। কোন কাজ করতে দিতেন না। তবুও হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) নিজে সময় পেলে খানকায় ঝাড় দেয়ার কাজ করতেন। এভাবে পীর ও মুর্শিদের কাছে চার বছর অতিবাহিত হলো। এ সময় তিনি পীর ও মুর্শিদ হতে অসাধারণ এক নেয়ামত লাভে ধন্য হন।

হযরত আলাউল হক (রাঃ) এ ইচ্ছা হলো তাকে কোন উপাধি দেয়া যায়। এ ইচ্ছায় তিনি 'গায়ব' হতে নির্দেশ লাভের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

*** জাহাঙ্গীর উপাধী লাভ ঃ** একদা শবে বরাতে তিনি অজিফা ও তসবীহ্-জিকিরে নিয়োজিত হন। সারা রাত তসবীহ তাহলীল ও মোরাকাবা মোশাহাদায় সোবহে সাদেক হয়ে গেল। এমতাবস্থায় গায়ব হতে আওয়াজ ধনিত হলো - " জাহাঙ্গীর ! জাহাঙ্গীর " এ আওয়াজ শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্ ! প্রিয় বৎস আশরাফ এ উপাধিতে ভুষিত হলো'। সেই থেকে তাঁর নামের সাথে জাহাঙ্গীর সংযুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, রমজান মাসের সাতাশ তারিখ কদর রাত হযরত আলাউল হক (রাঃ) তাঁকে মারফতের গুঢ় রহস্যাদি সর্ম্পকেও পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

এ অবস্থায় হযরত তাঁকে বললেন, "বৎস ! কথায় বলে যে এক বনে দুটি বাঘ বাস করোনা এবং এক খাপে দুটি তলোয়ার থাকতে পারেনা। তাই আমি তোমার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচিত করতে চাই যেখানে তুমি আপন কর্মতৎপরতা শুরু করবে এবং তোমার দয়ায় লোকজন উপকৃত হবে, আল্লাহর অগণিত বান্দা তোমার দ্বারা হেদায়ত লাভে ধন্য হবে।"
জবাবে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) বলতে লাগলেন, 'যার সান্নিধ্যের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সব কিছু ছেড়ে অশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম করেছি, যাঁর সাহচর্য লাভের জন্য অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং যাঁর ছায়াতলে জীবন কাটানোর অদম্য বাসনায় আমার জীবন মন ও সর্বস্ব সঁপে দিয়েছি, আজ সে ছায়া হতে বঞ্চিত হয়ে বিরহের অসহ্য যাতনা নিয়ে নির্বাসনসম এ ব্যবস্থা আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? বস্তুতঃ মুর্শিদের সাথে বিচ্ছেদ - ভাবনা তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলে। তাঁর মনের এ অস্থিরতা দেখে পীর ও মুর্শিদ তাঁকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ করলেন, "বৎস ! এটা বিচ্ছেদ নয় বরঞ্চ এতে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিফলন রয়েছে।" তবে আরো দুই বছর অতিক্রান্ত হলো। অতঃপর হযরত আলাউল হক (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাকে বিদায় করার সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু রহস্য আছে, যা তুমি জাননা তুমি বরঞ্চ এতে সম্মত হও।
হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিনানী (রাঃ) স্বীয় মুর্শিদের এ কথার উপর দ্বিমত করা সঙ্গত মনে করলেন না। অনিচ্ছা থাকলে ও নিরুপায় হয়ে তিনি মুর্শিদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলেন। তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রাঃ) পীর ও মুর্শিদের ইচ্ছানুযায়ী জৌনপুর যাওয়া স্থির হলো। এভাবে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর কাল পর পীর ও মুর্শিদ হতে বিচ্ছিন্ন হয় তিনি ৭৪২হিঃ সনে ঈদের দিন জৌনপুর অভিমুভে রওয়ানা হন।
জৌনপুর তখন বিখ্যাত সাধক শেখ হাজী সদরুদ্দীন চেরাগে হিন্দ সোহরাওয়ার্দী বাস করছিলেন। পীর ও মুর্শিদের কাছে হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর তাঁর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বাঘের নিবাস হিসাবে জৌনপুরকে আখ্যা দিলে পীর সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, 'না' ভয়ের কিছু নাই। তাঁকে বাঘ নয়, বাঘ নয়, বাঘের শাবক হিসাবেই পাবে। সে নিজেই তোমাকে বাঘ হিসাবে বুঝে শুনে চলবে।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

যাত্রার পূর্ব হতে পীর ও মুর্শিদ তাঁর যাত্রার জন্য এতো বিপুল আয়োজন ও বাদশাহী আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন যা দেখে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। যেন কোন রাজা সাড়ম্বরে প্রমোদ ভ্রমনে বের হয়েছেন। তাঁকে দেয় সাজসজ্জা ও সফরের সাথী উপাদান ইত্যাদি দেখে সে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। বিদায় কালেও হযরত আলাউল হক (রাঃ) প্রচুর লোকজনসহ প্রায় এক ক্রোশ (দুই মাইল সম) পরিমান সাথে এসেছিলেন।

হযরত যখন যাত্রাপথে 'আরুল' নামক স্থানে উপনীত হয়ে যাত্রা-বিরতি করেন তখন এখানকার একজন সুফী তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর নাম শেখ সমন । তিনি হযরতের শাহী পরিচ্ছন ও সফর সামগ্রীর আড়ম্বর দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এসব বাদশাহী পোষাক ও সামগ্রী এবং খাদেমগণের সেবার সাথে দরবেশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

আশরাফ জাহাঙ্গীরের (রাঃ) কাছে তাঁর মনের কথা গোপন রইলনা। তিনি তখন উত্তর দিলেন না , না, আমার কলব ও মনের উপরতো এসবের কোনই প্রভাব নাই আসলেই এসব কিছু ছিল লোক দেখানো খোলস মাত্র। বিন্দু মাত্র মোহ বা আসক্তি তাকে স্পর্শ করেনি। হযরত শেখ সমন আরুলী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং খুশী মনে বিদায় নিলেন।

হযরত চলতে চলতে আজমগড়ে জেলার মোহাম্মদআবাদ পৌছেন এবং বসতির বাইরে এক বাগানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতে লাগলেন। লোকজন তাঁর সাথে এসে সাক্ষাত করতে লাগল। বহু আলেম ফাজেল ও তার নিকট সাক্ষাতের জন্য আসেন।

এরূপ শহরের কয়েকজন আলেম এসে হযরতের সাথে নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে সাহাবা কেরামের মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে কথা উঠল। হযরত এ বিষয়ে চমৎকার তাফসীর পেশ করলেন যাতে আগন্তুক আলেমগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তখন হযরত বললেন যে, এ বিষয়ে স্বীয় একটি কিতাবও রয়েছে। তাঁরা সেটা দেখতে আগ্রহী হলে কিতাবটি এনে তাঁদের দেখানো হলো। তাঁরা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কিন্তু কাজী আহমদ নামক একজন পন্ডিত আপত্তি উঠালেন যে, হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে এখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়ায় ভুল হয়েছে। আরো কয়েকজন আলেম সে কথা সমর্থন করলেন।

তখন হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) তাঁদের কাছে স্বীয় মত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলে তারা এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে দেন। বিভিন্ন রেসালা কিতাবের উদ্ধৃতি সহকারে তাঁরা হযরতকে শিয়া মতের সমর্থক প্রমানিত করে তখনকার মতো প্রস্থান করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ফতোয়া লিখে তাঁরা জুমার দিন জামে মসজিদে প্রকাশ করবেন এবং লোকজনকে বুযর্গের ব্যাপারে সর্তক করে দিবেন। কিন্তু জুমার দিন এমন ঝড় বৃষ্টি হলো যে, কোন লোকই মসজিদ আসতে পারলনা। এ নিয়ে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা শুরু হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকে পন্ডিত ও আলেমগণের ব্যাপার নিয়ে খুব ভীত হলেন যে, এটা নিশ্চয় সৈয়দজাদার সাথে বেয়াদবীর প্রেক্ষিতে আসমানী হুঁশিয়ারী।

আলেমদের মধ্যে সৈয়দ খান নামক একজন ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকালে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলেন। তাঁর পূণ্যময়ী স্ত্রী ও তাঁকে স্বপ্নাদেশ প্রতিপালন করতে পরামর্শ দিলেন।

উল্লেখ্য যে, ঐ দম্পতির কোন সন্তান ছিলনা। দীর্ঘদিন হতে তাঁর সন্তানের আকাংকায় অধীর। কোন বুযর্গের সাক্ষাত পেলেই নিজেদের জন্য, তাঁরা দোয়া চাইতেন। তাই তাঁর স্ত্রী আরো বললেন, "নিশ্চয় উনি আল্লাহর অলি হবেন, তাঁর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া চাইবে।

হয়তো তাঁরই দোয়ার বরকতে আমাদের ঘর আলোকিত হবে। তাছাড়া আমার আরো মনে হচ্ছে, হয়তো ইনি ঐ বুযর্গ যাঁকে আমি একদা স্বপ্নে দেখেছিলাম যিনি জৌতিময় বুযুর্গ বেশে আমাকে চারটি আম প্রদান করেছিলেন।"

এ কথা শুনে মৌলানা সাহেব কালবিলম্ব না করে হযরতের দরবারে পৌছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং বললেন, "হুজুর আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সম্পর্কে আপত্তিকারীদের বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করব।

এভাবে বিভিন্ন কৌশলে অবশেষে মৌলানা সৈয়দ খান সাহেব হযরতের বিমর্ষতা ও বিষন্নতা দূর করতে সক্ষম হলেন। হযরতের চিত্ত পূনরায় প্রসন্ন হলো। কিছুক্ষণ পর মৌলানা সাহেব উঠে যেতে উদ্যত হলে হযরত তাঁকে চারটি আম দিয়ে বললেন, "মাওলানা ! আপনার কাছে চারটি সন্তানের শুভ আগমন হোক। তাঁদের নাম রাখবেন- তাহের, মুতাহের, তৈয়ব এবং মোহাম্মদ।

ইনশাল্লাহ্ চারজনই জ্ঞানে মর্যাদায় সুখ্যাত হবে। " মৌলানা সাহেব খুব খুশী মনে ঘরে ফিরলেন। তাছাড়া আম পাওয়ার প্রেক্ষিতে হযরতের প্রতি মৌলানার শ্রদ্ধা ও আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এদিকে পরবর্তী জুমায় আলেম ও পন্ডিতবর্গ তাঁদের সে ফতোয়া জনসমক্ষে উপস্থাপন করলেন। তখন মৌলানা সৈয়দ খান ফতোয়াটি হাতে নিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে সবার সামনে এক পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা পেশ করে বললেন যে, হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর প্রশংসায় বেশী গুরুত্ব দেয়ায় অপরাধ করেননি। কেননা এটি সৈয়দ জাদা ব্যতীত কেউ করলে ধর্তব্য হতো। যেহেতু প্রত্যেকে স্বীয় বংশধরদের প্রশংসায় বেশী গুরুত্ব দিবেন এটা স্বাভাবিক। তাই এ বিষয় নিয়ে সৈয়দ জাদার (হযরত আশরাফ) সমালোচনা ও দোষী সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। উপস্থিত আলেমগণ তাঁর এ ধারনার সপক্ষে দলিল চাইলে তিনি 'জামেউল উলূম' নামক কিতাব হতে এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি পেশ করলেনঃ- "অর্থাৎ প্রত্যেক লোক পিতামাতার সন্তান। কোন লোককে স্বীয় পিতা মাতার ভালবাসা ও প্রশংসা কীর্তনের ব্যাপারে তিরস্কার করা যেতে পারে না।" আপত্তিকারী আলেমগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং হযরতের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) সৈয়দ খান ও তাঁর সাথী কাজী হামিদুদ্দিনকে ও অনেক দোয়া করলেন। ঘটনার পর আরো কয়েকদিন তিনি এখানে অবস্থান করে জাফরাবাদের দিকে রওয়ানা হলেন।

***জাফরাবাদে অবস্থান ও কারামত ঃ** হযরত জৌনপুরের সংলগ্ন জাফরাবাদে এসে উপনীত হয়ে জাফরাবাদের 'জাফর খান মসজিদে' বিরতি অবস্থান সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানেও আশ্চর্যময় ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যার ফলে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কথিত আছে যে, হযরত মসজিদেই অবস্থান নিলেন। এখানেই তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সফর সামগ্রী নামিয়ে রাখা হলো। সওয়ারী ও ভার বহনকারী পশুগুলিকে ও মসজিদের ভিতরে বাঁধার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। লোকজন এসে এ অবস্থা দেখে হৈ চৈ শুরু করে যে, এ কেমন দরবেশ ! দেখতে তো বড় আলেমও মনে হয় অথচ মসজিদের অবমাননা করছেন। তখন কিছু লোক হযরতকে মসজিদের বাইরে কোথাও গিয়ে অবস্থান করতে বাধ্য করার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু দরবেশের সামনে এসে তাঁর মহিমার সামনে তারা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ল। কোন ক্রমেই সামনে এগিয়ে যেতে পারলনা।

তারা সকলে কাছাকাছিই বসে পড়লো একস্থানে। বসেই তারাতো হতবাক ! যা দেখতে পাচ্ছে তাতো অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এ কিভাবে সম্ভব ! তারা লক্ষ্য করলো মসজিদে অবস্থিত পশুগুলি হযরতের দিকে তাকায় আর কিছু যেন বিবৃত করে ইশারায়। হযরত জনৈক খাদেমকে ডেকে পশুটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পেশাব করিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেন। অপর একটি ঘোড়াকে ও একইভাবে মলত্যাগ করিয়ে আনা হলো। অতঃপর হযরত কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আগন্তুক লোকদের লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন ঃ "জন্তু জানোয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ময়লা ও অপবিত্রতার কারণে তাদেরকে মসজিদে বাঁধার ব্যাপারে ফকিহগণ নিষেধ করেছেন। যখন আমার পশুগুলির সে দোষ অবশিষ্ট নাই তখন মসজিদের ভিতরে তাদেরকে বাঁধার ক্ষেত্রে কোন বাধাও নাই। তবে মসজিদের আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে অবশ্য না বাঁধা উচিৎ কিন্তু আমিতো মুসাফির, এগুলোর হেফাজতের প্রয়োজনেই আমার কাছে মসজিদে বাঁধা হয়েছে। আগন্তুক লোকগুলি হযরতের কাছে এ কৈফিয়ত শুনে যার পর নাই অভিভুত হয়ে গেল বহু লোক বাইয়াত গ্রহণ করে। বহু লোক তাদের দুঃখ - দুর্দশার জন্য দোয়া করিয়ে নেয়। বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রাম সরওয়ারপুরস্থ শেখ কবীর নামক এক যুবক আলেমের হযরতের খেদমতে এসে বাইয়াত গ্রহণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হযরতের কাছে বাইয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি প্রায়শঃ হাজী চেরাগে হিন্দ এর দরগায় যাওয়া আসা করতেন। হযরত চেরাগে হিন্দ সোহরাওয়ার্দী তরীকার একজন কামেল বুযর্গ ছিলেন। এখানে তাঁর অবস্থান এর ব্যাপারে হযরত সৈয়দ আশরাফ (রাঃ) অবহিত ছিলেন বিধায় স্বীয় মুর্শীদকে বলেছিলেন যে, সেখানে বাঘ আছে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। হযরত চেরাগে হিন্দ এর নিকট সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (রাঃ) এখানে থাকাটা মোটেই পছন্দনীয় হচ্ছিলনা। উপরন্তু শেখ কবির এতদিন তাঁর দরবারে যাওয়া আসা করতেন বলে তাঁরা ধারনা ছিল যে, তাঁরই কাছে উনি বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তাই যখন তিনি হযরত সিমনানী (রাঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণের কথা জ্ঞাত হলেন তখন খুব ক্ষুব্ধ ও মনক্ষুন্ন হলেন। যদিও এ ধরনের আচরণ সুফিয়ানা আচরণ ও স্বভাবের পরিপন্থী এবং এটা ফকির দরবেশদের কাছ হতে সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিত তবুও মানবিক কারনে যে ক্ষোভের শিকার হলেন তাতে সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হলেন এবং শেখ কবিরকে বদদোয়া করে বসলেন যে, তিনি যেন এ যুবা বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ কথা জানতে পেরে শেখ কবির চিন্তিত হলেও তাঁর চিত্ত অচঞ্চল ও ধৈর্যশীল রইল। তিনি উল্টো বলে বসলেন, তিনি যে বদদোয়া আমার জন্য করেছেন সেটা যেন তাঁর উপর নিপতিত হয় এবং আমার পুর্বেই যেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের দোয়াই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং ইন্তেকাল করেন। যা হোক, অবশ্য পরে হাজী চেরাগে হিন্দ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর প্রতি নিজ ধারনা সংশোধন করে নিয়েছিলেন। হযরত শেখ কবির অসামান্য উঁচু মরতবার অলি ছিলেন। তিনি ঐ যুবা বয়সে ইন্তেকালের প্রাক্কালে তাঁর একটি অল্প বয়সের শিশু সন্তান রেখে যান। তার নাম মোহাম্মদ। হযরত সিমনানী ঐ শিশুর লালন পালনের ভার গ্রহণ করে নেন এবং শিশুটিকে পরে শিক্ষা দীক্ষায় সত্যিকার উপযুক্ত করে খেলাফত প্রদান করেছিলেন। হযরত তাঁকে বড় ভালবাসতেন এবং 'দুররে ইয়াতীম' নামে সস্নেহ সম্বোধন করতেন। হযরতের সাথেই তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন।

*** পবিত্র স্থানসমুহের জেয়ারত ঃ** হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) জাফরাবাদে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর পবিত্র স্থান সমূহের জেয়ারত করতে মনস্থ করলেন। তিনি সম্ভবঃ ৭৪৫ হিঃ সনে এখান থেকে সফরে বের হয়ে পড়েন। তিনি সমুদ্র পথে বসরায় পৌছেন এবং হযরত খাজা হাসান বসরী (রাঃ) এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সুফী দরবেশগণের মাজার শরীফ জেয়ারত করেন। এখান হতে কারবালায় অবস্থিত হযরত হোসাইন (আঃ) এর মাজার শরীফ উপনীত হন। জেয়ারতের পর পুনরায় রওয়ানা হয়ে নজফ হয়ে বাগদাদ শরীফে গিয়ে হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ শাহ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) ও হযরত মারুফ করখী (রাঃ) সহ অন্যান্য মহান বুযর্গগণের মাজার শরীফের জিয়ারত করলেন। এখানে তিনি কয়েকদিন বুযর্গগণের সাথে সাক্ষাত এবং লোকজনকে ওয়াজ নসীহতে অতিবাহিত করলেন। অতঃপর তিনি হযরত গাউছুল আজম (রাঃ) এর জন্মস্থান গিলানের দিকে যাত্রা করলেন। এখানে হযরত গাউছুল আজম (রাঃ) এর বংশের একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন হযরত সৈয়দ হোসাইন আব্দুল গফুর (রাঃ)। তিনি সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) এর খালাত বোনকে বিবাহ করার প্রেক্ষিতে পূর্বপরিচিত ছিলেন। সৈয়দ আশরাফ (রাঃ) কয়েকদিন তাঁদের আতিথেয়তায় অবস্থান করলেন এবং দামেশ্‌ক অভিমুখ রওয়ানা হন।

*** নুরুল আইন আব্দুর রাজ্জাক (রাঃ) ঃ** গিলানে খালাত বোনের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁদের পুত্র সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক হযরতের অতি প্রীতিভাজন হন। তখন তাঁর বয়স ছিল বার বছর। কিন্তু অতি ভদ্র নম্র এবং চরিত্রবান সৈয়দজাদার স্বভাব চরিত্রেই ফুটে উঠত যে, বেলায়তের এক মহান মর্তবা যেন তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত রাখা হয়েছে। হযরতের খেদমতে তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। যখন হযরত সৈয়দ আশরাফ (রাঃ) ইরাক ত্যাগ করে পুনরায় সফরের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন তখন হযরত আব্দুর রাজ্জাক ও তাঁর সঙ্গে নিবৃত্ত করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থকাম হলেন। পরে তাঁরা ভেবে দেখলেন যে, এ অল্প বয়সেই যখন তাঁর মধ্যে মারেফাতে এলাহীর প্রতি এমন ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জন্মলাভ করেছে তখন কেনইবা তাতে বাঁধা সৃষ্টি করবেন? তাঁরা সানন্দে স্বীয় পুত্রকে হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) এর হাতে সোপর্দ করলেন এবং হযরতও তাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে নুরুল আইন (চোখের জৌতি) খেতাবে ভুষিত করলেন। তিনিই পরবর্তীতে হযরতের স্থালাভিষিক্ত ! হন এবং আশরাফী বংশীয় ধারা তারই মাধ্যমে বিস্তৃত হয়।

*** রওজা আকদাস জেয়ারত ঃ** হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) এখান হতে আবদুর রাজ্জাক সহ অতঃপর দামেশক (সিরিয়ার বর্তমান রাজধানী) গমন করেন এবং সেখানে রমজান মাস অতিবাহিত করে ঈদের পর পর মদীনা মোনাওয়ারায় রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জেয়ারতের মনস্থ করলেন এবং মদীনা শরীফ গমন করেন। কিন্তু মদীনা শরীফ পৌছে তিনি কঠিন পীড়াক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ দিন পর্যন্ত এভাবে পড়ে থাকলেন। একুশতম রাতে আকায়ে নামদার তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মুখে দৃশ্যমান হলেন এবং এরশাদ করলেন, 'বৎস ! উঠো', তোমার পীড়া দূরীভূত করা হয়েছে। তোমার যে অশেষ কাজ অপূর্ণ ! কত অসংখ্য মানুষ তোমারই হাতে হাত রেখে মুসলমান হবার অপেক্ষায় এবং কত মুসলমান তোমারই মাধ্যমে মারেফাতে এলাহীর সবক গ্রহণ করে সাধারণ্যের সারি হতে বিশেষ ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে তার ইয়ত্তা নাই'। বস্তুতঃ সকাল হতেই না হতেই দেখা গেল যে, তাঁর শরীর দ্রুত সুস্থ হয়ে চলেছে। মূহুর্তের ব্যবধানেও যেন সে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

*** বায়তুল্লাহর হজ্ব ঃ** আরো কিছু দিন এখানে অতিক্রম করলেন। অতঃপর হজ্বের সময় আসন্ন হলে মদীনা শরীফ হতে মক্কা মোকাররমায় তশরীফ আনয়ন করলেন এবং হজ্ব সমাপন করলেন।

মক্কা মোকারমায় তশরীফ আনার পর কাবা শরীফে হযরতের সাথে দুজন প্রখ্যাত সাধকের মোলাকাত হয়। তাঁরা হচ্ছেন হযরত ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী (রাঃ) ওফাত ৭৫০ হিঃ এবং হযরত সৈয়দ আলী হামদানী (রাঃ)।উভয়ই অতি মর্যাদাবান উচ্চ মর্তবার সুবিজ্ঞ আলেম ও কামেল অলি ছিলেন। বেশ কিছুদিন হযরত মক্কা শরীফে অবস্থান করলেন।

অতঃপর হযরত আলী হামদানী (রাঃ) সহ হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর পুনরায় বেরিয়ে পড়লেন সফরের উদ্দেশ্য। 'মদীনাতুল আওলিয়া' হয়ে তাঁরা মিশরের 'জবলুল ফাতাহ পৌছেন। এ পর্বতটি সুফীগনের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন সূফী নিজ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বারংবার ব্যর্থ হলে এখানে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করে থাকেন, যার ফলে তিনি সফলতা অর্জন করেন। এ জন্য এ পর্বতটি 'জবলুল ফাতাহ' বা বিজয়ের পর্বত নামে আখ্যায়িত।

হযরত এখানে অলিগনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং অতঃপর পাহাড়ে তিনিও ধ্যান সাধনায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এখান থেকে ইয়েমেনে এসে পৌছলেন এবং একটি মসজিদে অবস্থান নিলেন। তাঁর সাথে পরবর্তীতে আবুল গায়ছ ইয়ামেনী নামক বিখ্যাত বুযর্গ উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে ইতোপূর্বে মিশরেই হযরতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি এসে হযরতকে বললেন, এ বৎসরতো ইয়েমনে বহু দূর্যোগ দুর্ঘটনা হবার রয়েছে। সাধারণের সহ্য ক্ষমতার বাইরে এবার ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসবে ইয়েমেনবাসীদের উপর। হযরত বললেন যে, তাঁরও সে রকম ধারনা হচ্ছে। তখন শেখ ইয়ামেনী বললেনঃ আমরা এ বালা মুসিবৎ নিজেদের মাথায় কি উঠিয়ে নিতে পারিনা, যাতে সৃষ্টিকুল নিরাপদ হয় ? অতঃপর উভয় বুযর্গ সারা রাত এবাদতে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং খোদায়ী দরবারে বারংবার আকুতি জ্ঞাপন করে সব বালা মুসিবৎ নিজেদের উপর টেনে নিতে থাকেন। এভাবে ভোর হলে দেখা গেল উভয় বুযর্গের চেহারা পান্ডুরবর্ণ ধারন করেছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ তাঁদের শরীরের রক্ত সমূহ শোষন করে নিয়ে ফেলেছে। তাঁরা এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনদিন পর্যন্ত তাঁদের নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিলনা। এভাবে ইয়েমেনবাসী রক্ষা পেল।

বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর অলিগন সৃষ্টিকুলের অশেষ কল্যান করে থাকেন। স্রষ্টার এবাদতের পাশাপাশি সৃষ্টির কল্যান কর্মে জীবন উৎসর্গ করে স্রষ্টার রেজামন্দী হাসিল করতে তাঁরা সর্বদা তৎপর থাকেন।

*** পূনরায় মুর্শিদের দরবার ঃ** এভাবে বিভিন্ন দেশসমুহ ভ্রমণ করে, পবিত্র স্থানসমুহ জেয়ারত সমাপন পূর্বক এবং হজ্ব সম্পন্ন করে দীর্ঘ সফর শেষে পাভবে মুর্শিদের আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর প্রায় তিন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত মুর্শিদের খেদমতে থাকার পর এখান হতে বিদায় নেন। বিদায় কালে মুর্শিদ তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা স্বীয় কর্মস্থল নির্দেশ করেন। হযরত আশরাফ বলেন, সেটি একটি গোলাকার পুষ্করিণী হিসাবে আমার বাতেনী কাশফের চোখে দৃশ্যমান হয়, যার মধ্যবর্তী স্থানে একটি তিলের ন্যায় ফোঁটা রয়েছে। মুর্শিদ তাঁকে বলেন, যেটি তিলের মতো দেখতে সেটি একটি টিলা। এটাই তোমার গন্তব্য হন।

*** বসতি হলো বিরান ঃ** হযরত প্রথমে বিহার প্রদেশে এলেন এবং এখানে সুনভদর নামক বড় নদীর ধারে একটি জনবসতিতে একদিন অবস্থান করেন। অবস্থানকালে বিকাল বেলা সফরের রসদপত্রাদির তত্ত্বাবধানের ভার একজন দরবেশের উপর ন্যস্ত করে সকলে বিভিন্ন কাজে বের হলে সেখানকার উদ্ধত্ব ও অভদ্র আচরণ করতে থাকে এমনকি এক পর্যায়ে দরবেশের মাথায় পাথর মেরে বসে। এতে দরবেশের মাথা ফেটে প্রচুর রক্তপাত হয়। হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এ ঘটনা অবগত হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন, "যেখানে দরবেশের রক্ত ঝরে সেখানে বসতি থাকতে পারেনা। সব কিছু বিরান হয়ে যায়।" ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরতের সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমানিত হয়েছিল।

কারামাত

*** হযরত আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ) এর বিড়াল ঃ** একদিন হযরতের এক বিশিষ্ট মুরীদ কাজী রফিউদ্দিন আওধী তার অন্তরে কল্পনা করতে লাগলেন বর্তমানে এখন কোন বেলায়েত প্রাপ্ত কি আছে যে, যিনি পত্তর উপর যদি দৃষ্টিপাত করে তাহলে পত্তর মধ্যে অলি আল্লাহর গুণ পরিলক্ষিত হবে। তার ভাবনাটা হযরতের নিকট পেশ ও করা হলো। হযরত আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ) এর একটি বিড়াল ছিল প্রায় সময় সেটা নিয়ে তিনি হযরতের দরবারে আসতেন। হযরত আদেশ করলেন নুরুল আইনের বিড়ালকে আমার নিকট নিয়ে আস। বিড়ালটি উপস্থিত করার পরে হযরত কিছুক্ষণ ইলমে মারফতের কিছু আলোচনা করতে লাগলেন আর বিড়ালটিও তাহার আলোচনা শুনতে লাগলে একপর্যায়ে হযরত বিড়ালের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বিড়ালের চেহারা পরিবর্তন হতে থাকে এই অবস্থায় এক পর্যায়ে বিড়াল বেহুস হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর হুঁশ হয়ে হযরতের পায়ে চুমতে শুরু করে তারপর থেকে হযরত যখনই বয়ান করতেন বিড়াল কাছেই বসে থাকতেন। এই ঘটনার পর থেকে বিড়ালকে খানকাহের দ্বায়িত্ব অর্থ্যাৎ প্রত্যেক দিন কতজন মেহমান আগমন করেন সেই পরিসংখ্যান বাবুর্চীর কাছে পৌছানো। যতবার বিড়াল আওয়াজ দিবে বাবুর্চী ততজনের খানার ব্যবস্থা করবেন। মেহমান গণের যতটুকু খানা প্রয়োজন ঠিক সমপরিমান খানা বিড়ালের জন্য বরাদ্ধ থাকত। এছাড়া হযরত কাউকে ডাকতে চাইলে বিড়ালেই ডেকে নিয়ে আসতেন। বিড়াল ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেই তারা বুঝতে পারত যে হযরত আমাদেরকে ডাকছেন।

*** ১২ বৎসরের ভন্ড দরবেশ বিড়ালের নিকট ধরা ঃ** একদিন খানকাহ শরীফে দরবেশদের একটি দল আসলেন নিয়ম মোতাবেক বিড়াল বাবুর্চীকে খবর পৌছিয়ে দিলেন। কিন্তু লঙ্গরখানায় খাওয়া শুরু তখন দেখা গেল যে একজনের মেহমানের খানা কম। হযরত সাথে সাথে বিড়ালকে ডাকলেন এবং বললেন বিড়াল তুমি আজ এতবড় ভুল কিভাবে করেছ বিড়াল চুপ করে মেহমানদের কোলে কোলে বসতে

লাগলেন আর গন্ধ নিতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত যিনি খানার প্লেট পায়নি তার কোলে গিয়ে বিড়াল পেশাব করে দিল হযরত বললেন বিড়াল মেহমানের কোলে পেশাব করেছে বিড়ালের কোন দোষ নাই দোষীকে সাব্যস্ত করার জন্য বিড়াল সেই কাজ করেছে। সাথে সাথেই আগত মেহমানের সর্দার হযরতের পায়ে পড়ে বলতে লাগলো হযরত আমি বিধর্মী ১২ বৎসর পর্যন্ত এই বাহ্যিক দরবেশী পোশাক পরিধান করে ঘুরতেছি কেউ আমার আসল রূপ ধরতে পারে নাই তাই আমিও কোথাও কারো নিকট ধর্ম গ্রহণ করিনি। আজ আপনার দরবারে বিড়ালের কাছে ধরা পড়ে গেলাম আমাকে মুসলমান করেন এবং মুরীদ করেন। অতঃপর দীর্ঘদিন হযরতের সোহবতে থেকে ইবাদত, রিয়াজত, অত্যন্ত কঠিন সাধনায় সফলতা লাভ করিলে হযরত তাহাকে খিলাফত প্রদান করে। বেলায়তের শাহানশাহ বানিয়ে ইস্তাম্বুলের দায়িত্বভার প্রদান করে সেথায় পাঠিয়ে দিলেন।

*** নিজের জীবন বিলিয়ে মেহামানের জীবন রক্ষা ঃ** বিড়াল মাখদুম পাক ইন্তিকাল করার পরও বেচেঁ ছিলেন। একদিন লঙ্গরখানা বাবুর্চী পাতিলে দুধ গরম করিতেছেন হঠাৎ করে উপর থেকে এক বিষাক্ত সাপ সেই দুধের পাতিলে পতিত হলে বিড়াল সেটি দেখে বারবার পাতিলের চর্তুপাশে ঘুরে আর মিউ মিউ করে আওয়াজ করতে থাকলে বাবুর্চী বিড়ালের সেই বিষাক্ত সাপের সংকেত বুঝতে না পেরে বিড়ালকে বারংবার তাড়াতে থাকে এক পর্য়ায়ে বিড়াল নিজেই দৌড় মেরে ঝাপ দিয়ে গরম দুধের পাতিলে তার জীবন বিসর্জন দিয়ে দিলে বাবুর্চী যখন দুধ ফেলে দিতে গেল দেখতে পেল যে, বিষাক্ত লম্বা সাপ তাই বুঝতে আর বাকী রইল না যে বিড়াল তার নিজের জীবনকে বিলিয়ে মেহমানদের কে বাচিয়েছে তাই সেই বিড়ালকে অত্যন্ত আদবের সহিত কাফনের ব্যবস্থা এমনি পাকা কবর ও বানানো হয়েছে যথাযথ আস্তানা এর একটু দুরে দারুল আমান নামক জায়গায় বিড়ালকে দাফন করা হয়েছে এখন বিল্লি বিবির মাযার নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

*** জাহাঙ্গীর এবং জানগীর (বাদশাহ এবং জানকবজকারী) ঃ** একবার খানকাহ শরীফে একজন ফকীর আসলেন যার নাম আলী কলন্দর ছিল উপস্থিত অনেকেই ছিল সকলের সামনেই হযরত মাখদুম পাককে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনাকে জাহাঙ্গীর (বাদশাহ) কেন বলা হয়। হযরত বললেন যে,আমার পীর ও মুর্শিদ আমাকে জাহাঙ্গীর বলিয়াছেন সেটা আমার পীর ও মুর্শিদের খেতাব (উপাধি) তিনি নিজে আমাকে জাহাঙ্গীর বলার কারনে সকলেই আমাকে জাহাঙ্গীর বলে থাকে। আলী কলন্দর বললেন আপনি যে জাহাঙ্গীর তার দলীল কি? সাথে সাথেই হযরতের জালালী ভাব এসে যায় হযরত বললেন " ম্যায় জাহাঙ্গীর ভী হু আওর জানগীর ভী" অর্থ্যাৎ বাদশাহ এবং রূহ কবজকারী। তৎক্ষনাৎ আলী কলন্দর জমীনে লুটে পড়ে গেল এবং তার রূহ কবজ হয়ে গেল।

*** হযরত শায়েখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর জানাজার নামায ঃ** হযরত পান্ডুয়ার যাওয়ার পথে বিহারের এক বুজুর্গ অলি হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) তিনি অন্তিম অবস্থায় তার আপনজনদের ডেকে বললেন তোমরা আমার ইন্তিকালের পর জানাজা পড়ার আগে একটু অপেক্ষা করবে কেননা একজন আলে রসুল, বাদশাহী ত্যাগকারী, হাফেজ,আলেম আসবেন তিনিই আমার নামাজে জানাজার ইমামতি করবেন তার জন্য অপেক্ষা করবেন"। হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) ওফাতের পর তার গোসল ও কাফন দিয়ে সকলেই হযরতে অসিয়ত মোতাবেক হযরত সুলতান আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন অপেক্ষা করতে করতে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর বিশিষ্ট খাদেম শেখ চৌলহারী শহর হতে বাইরে তাদের শেখ কথিত ব্যক্তির তালাশে বের হয়ে তাকে আসতে দেখতে পেলেন দেখা মাত্রই শেখ চৌলহায়ী অন্তরের চক্ষু দ্বারা তাকে চিনতে পেয়েছিলেন তবুও পরিচয় জেনে নিলেন। পরিচয় নিশ্চিত হয়ে হযরতকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত খানকায়ে নিয়ে আসলেন হযরত এখানে পৌছে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) সকল খলিফা এবং সহচর গণের সাথে মিলিত হলে সকলেই হযরতকে জানাজার নামায পড়ানোর ব্যাপারে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর শেষ ইচ্ছার কথা তাকে অবহিত করেন এবং নামায

পড়ানোর অনুরোধ জানালেন। অতঃপর হযরত মাখদুম আশরাফ (রাঃ) নামায পড়ালেন। নামায আদায়ের শেষে মাজার শরীফে মাটি মজিল শেষ করার পরপরই দেখা গেল যে হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর কবর থেকে একখানা হাত বাইরে বের করে তিনি যেন কি চাইতেছেন এই অবস্থা দেখে সকলেই আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল এর কারণ ব্যাখা বিশ্লেষণ কিছুই বুঝতে পারেনি। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে ও কেউ তার সঠিক সমাধান দিতে পারেনি। অবশেষে হযরত মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) কে তাই ঘটনার রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন "হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর একটি অদৃশ্য থেকে প্রাপ্ত তাজ (মুকুট) পেয়েছিল সেটা যাতে করে তার সাথে করে দেওয়া হয় অসিয়ত ছিল সম্ভবত সেটা তোমরা পালন করনি। জবাব শুনে সবাই বলল হুজুর ঠিক বলেছেন সাথে সাথেই মুকুটটি হযরত ইয়াহিয়া মুনিরী (রাঃ) এর হাতে দেওয়ার সাথে সাথেই মুকুট সহ হযরতের হাত কবর শরীফের ভিতরে ঢুকে গেল।

*** আল্লাহর অলির সঙ্গে পরিহাসের পরিনাম ঃ** জৌনপুর জামে মসজিদে অবস্থান কালে একদা হযরত সিমনানী (রাঃ) স্বীয় খলিফা, মুরীদ ও ভক্তগণের সম্মুখে দ্বীনে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় পাচঁজন লোক একটি জীবিত লোককে মৃত সাজিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে হযরতরে সম্মুখে এসে অনুরোধ করল লোকটির জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিতে। প্রকৃত পক্ষে ঐ লোককে লাশ সাজিয়ে এনেছে । হযরত যখন নামাজে দাড়াবেন তখন খাট হতে লোকটি নেমে পালাবে এবং হাসির একটা খোরাক হবে।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তখন জনৈক খলিফাকে নামাজ পড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন ,'জানাজা ফরজে কেফায়া তাই সবাই যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' হযরত পূর্বের ন্যায় আপন কার্যে রত রইলেন।

এদিকে পাচঁ জনের মধ্যে একজন মূর্দার ওয়ারিশ হয়ে জানাজার অনুমতি দিল। হযরতের নিযুক্ত ব্যক্তি যখন জানাজার জন্য প্রথম তকবীর পাঠ করে কান পর্যন্ত হাত উঠালেন, তখন শায়িত লোকটির রূহ দেহ ত্যাগ করে গেল । নামাজ শেষে হযরতের খলীফ বললেন, যাও! লাশ নিয়ে যাও।

এমন অবস্থায় সঙ্গী লোক পাচঁজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আর কি, যাও, লাশ নিয়ে মাটিতে দাফন করে দাও। এভাবে মাহবুবে ইয়াযদানীর সঙ্গে ঠাট্টা করার ফল হাতে হাতেই পেয়ে গেল। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর অলিগণের সঙ্গে পরিহাস করার ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে এটি একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

*** অহংকারী দরবেশের অবস্থা ঃ** একদিন চান্দীপুরের ভড়হড় নামক স্থানে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেস্থানে শেখ জাহেদ নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর দরবেশী জীবন যাপন করতেন এবং লোকজন তাকে খুব ভক্তি করত। তার একটি কারামত অতি প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, অধিকাংশ রাতের কালে তিনি স্বীয় কক্ষ হতে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রের মাঝে জায়নামাজ বিছিয়ে এবাদত করতেন।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) শেখ জাহেদ এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন শেখ জাহেদ সমুদ্রের মধ্যে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী ও সমুদ্রে পা রাখলেন এবং শেখ জাহেদের নিকটে গিয়ে তার পিঠে অতি মমতাভরে নিজ হাত স্থাপন করলেন এবং বলতে লাগলেন ' আপনার উপর খোদা তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক' আপনি আমার শুভেচ্ছা নিন। কেননা আপনি আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিক জৌলুসের এমন সমন্বয় সাধন করেছেন যা সত্যিকার বুযর্গ গণের জন্যই সম্ভব। শেখ জাহেদ স্বীয় বুযুর্গী নিয়ে পূর্ব হতেই অহংকারবোধ আচ্ছন্ন ছিলেন। তাই তিনি নিজের জৈষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য মাহবুবে ইয়াযদানীর দোয়ার উত্তরে হযরতের পিঠের উপর হাত রেখে দোয়া বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন।

শেখ জাহেদীর এ ধরনের অহংকারী আচরণে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী নাখোশ হলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হিন্দুস্থানের লোকগুলিতো আশ্চর্যরকম উদ্ধৃত ও বেয়াদব সামান্য কারামতের কারণেই কেমন অহংকারী হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিরা অল্প দিনেই হারিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর শেখ জাহেদীকে আর কেউ দেখেনি, আল্লাহই জানেন তার কি হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবার নিকট হতে গায়েব হয়ে যান। তার কবরের ও কোন হদিস নাই।

*** জলোচ্ছাস বন্ধ হয়ে অলিগণের অসিলায় ঃ** একদা হযরত সফরোপলক্ষে এক স্থানে উপনীত হন। এখানে প্রতিবছর সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ফলে লোকজন যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাদের ফসলাদি ধ্বংস হয়। হযরত যখন সেখানে আসেন সে বছর জলোচ্ছাসে অন্যান্য সময়ের তুলনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। তাই হযরত এখানে এসে পৌছলে মুসলমান অধিবাসীগণ সকলে হযরতের কাছে দোয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

তাদের বারংবার অনুনয়ের ফলে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর অন্তরে তাদের জন্য দয়া সঞ্চারিত হলো। তিনি একখন্ড কাগজ আনিয়ে সেখানে স্বহস্তে লিখলেন ঃ হে নদী আল্লাহর বান্দা আশরাফ সিমনানীর পক্ষ হতে তোমাকে অবগত করানো যাচ্ছে যে, তোমার জলোচ্ছাস যদি খোদার নির্দেশে হয়ে থাকে তবে তোমার উচিত খোদার নির্দেশানুযায়ী তোমাকে যে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া যাচ্ছে তা অতিক্রম না করা। অতঃপর সেটি পানিতে ফেলে আসা হলো এবং একস্থানে একটি পাথর খন্ড দ্বারা চিহ্ন স্থাপন করে দিলেন। এভাবে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তাদেরকে চিরতরে প্লাবন হতে পরিত্রাণ দিলেন। এরপর আর কখনো জলোচ্ছাসে ক্ষতি হয়নি।

*** হজ্ব করার বাসনা পূরণ ঃ** একজন বৃদ্ধলোক হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানীর (রাঃ) সামনে উপস্থিত ছিল। সে দিন ছিল জিলহজ্বের ৮ তারিখ - ' ইয়াওমে আরাফাহ '(আরাফাতে হাজীগণের জমায়েত দিবস) বৃদ্ধটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকটা আপন মনে বলতে লাগল, হায় হাজীগণ হয়ত কাবা শরীফে পৌছে গেছে। কতই না ভাল হতো যদি আমারও সে সৌভাগ্য হতো। বাসনা থাকলেও বৃদ্ধ লোকটির হজ্বে যাওয়ার সামর্থ ছিলনা। সে ছিল কপর্দক শূন্য। কিন্তু হযরত গাউসুল আলম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর বৃদ্ধের কথা শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে সত্যিই হজ্বে আগ্রহী কিনা। বৃদ্ধটি বললঃ সে সৌভাগ্য যদি হতো তবে কতই না উত্তম হতো।

হযরত তাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, তবে যাও। বলা মাত্রই লোকটি নিজেকে কাবা শরীফে আবিস্কার করল এবং হজ্ব আদায় করে তিন দিন কাবা শরীফে অস্থান করল। হঠাৎ মনে মনে ভাবল যে, যদি কেউ তাকে পুনরায় নিজদেশে পৌছে দিত ভাবনা মাত্র সে দেখল তার সামনে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী। সে হযরতকে দেখে তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। হযরত পবিত্র জবান দিয়ে শুধু উচ্চারণ করলেন ঃ 'যাও'। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলতেই বৃদ্ধ হতবাক, সে এখন নিজ দেশে ঘরে সুবহানাল্লাহ।

*** মেধা ও প্রতিভা দান করলেন গাউসুল আলম ঃ** বিশ্ব বিখ্যাত 'শায়ের' (কবি) হযরত খাজা আমীর খসরুর (রঃ) নাম জানেন না, এমন লোক বিরল। হযরত মাহবুবে এলাহী শেখ নিজামুদ্দিন (রাঃ) এর সাচ্চা আশেকগণের অন্যতম ছিলেন হযরত আমীর খসরু। তার উপাধি 'সুলতানুশ শোয়ারা' (শায়েরকুলের সুলতান)। তার বিরল কবি প্রতিভার উত্তরাধিকার তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণও পেয়েছিলেন।

হযরত আমীর খসরুর পুত্র শেখ আহমদ খলিলও ছিলেন পিতার ন্যায় একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। তার এক পুত্র নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। হাজার রকমের চেষ্টা সত্বেও ঐ পুত্রের মধ্যে কবি প্রতিভার চিহ্নমাত্র দেখতে না পেয়ে তিনি দুঃখ ও হতাশায় ভুগতে লাগলেন।

হযরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রাঃ) যখন এখানে আসেন তখন শেখ আহমদ খলিল তার সম্মানে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন। শহরের সকল বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তি ও আমন্ত্রিত ছিলেন। আহারান্তে শেখ খলিল স্বীয় পুত্রকে হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটি নিত্যন্ত মেধাহীন। হাজার চেষ্টা সত্বেও কবিতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র যোগ্যতা তার মধ্যে জমানো যায়নি। হুজুর যদি সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন- এই আশায় আবেদন পেশ করা গেল। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর বললেন, এ ছেলেকে মেধাহীন বলে কে? তার যোগ্যতাতো পিতার চাইতেও অধিক দেখা যাচ্ছে। হযরতের পবিত্র জবানে এ কথা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আমীর খসরুর দৌহিত্রের মধ্যে কাব্যের যোগ্যতা জন্মলাভ করল এবং উপস্থিত সবাই তার প্রতিভার প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে গেল।

অতঃপর হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) এরশাদ করলেন, " কবিতা ও বাগ্মিতা তোমার বংশীয় উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি কবিতা চর্চা করনা? হযরতের এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকটি কবিতার লাইন রচনা করে সবার সামনেই আবৃত্তি করে শুনালেন। হযরতের শানেও তিনি কয়েক ছত্র সবাইকে পড়ে শুনালেন। এভাবে আল্লাহর অলি মেধাহীনকে মেধাবী এবং যোগ্যতাহীনকে যোগ্যতাসম্পন্ন করে দিলেন।

*** অলির কৃপাদৃষ্টিতে বিড়াল ও জজবা সম্পন্ন হয় ঃ** হযরত গাউসুল আলম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর ভক্ত মুরিদগণের সামনে বিশ্ববিশ্রুত অলি হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রঃ) এর সমুন্নত মর্যাদা ও রোতবা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বললেন যে, হযরত নাজমুদ্দিন কোবরা (রঃ) বেলায়তের দৃষ্টি প্রদান করে একটি কুকুরকে জজবাসম্পন্ন পরিণত করেছিলেন। একথা শুনে গাউসুল আলমের খলিফা কাজী রফিউদ্দিন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ যুগেও কি তেমন অলি বিরাজ করছেন যিনি জীবজন্তুকে জজবাসম্পন্ন পরিণত করতে পারেন? হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) কাজী রফিউদ্দিন সাহেবের অন্তরের ভাবনা বুঝতে পেরে হেঁসে উঠে বললেন, সম্ভবতঃ এ জগতে সে রকর কেউ অবস্থান করছেন। এরপর তিনি স্বীয় মুরিদ কামালযোগীর (তার পরিচিতি কিভাবে উল্লেখিত) পোষা বিড়ালকে আনার নির্দেশ দিলেন। বিড়ালটি হযরতের সামনে আনা হলো। এ সময় তিনি আধ্যাত্মিত জবানের বিভিন্ন রহস্য আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরতের চেহারা মোবারকে অস্বাভাবিক উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল এবং চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। উপস্থিত সকলের মন অজানা আশংকা ও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। মনে হচ্ছিল হযরতের কলব হতে যেন রূহ বের হয়ে যেতে চায়। এ অবস্থায় ও হযরত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বিড়ালটি কান লাগিয়ে তম্ময় হয়ে হযরতের আলোচনা শুনে যেতে লাগল। এক সময় বিড়ালটি বেহুশ হয়ে পা ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ বেহুঁশ অবস্থায় থাকার পর হুঁশ এলে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর পা চুম্বন করতে লাগল এবং তার চারদিকে ঘুরতে লাগল। এরপর থেকে হযরত কোন আলোচনার উদ্যোগ নিলে বিড়ালটি নিয়মিত মজলিশ এসে উপস্থিত থাকত এবং শুনত।

বিড়ালটিকে খানকায় একটি দায়িত্ব দেয়া হয় যা সে সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে। খানকা হতে কোন মেহমানের আগমন হলে বাবুর্চিকে গিয়ে বিড়ালটি মেহমানের সংখ্যানুযায়ী ততবার আওয়াজ করে সংবাদ দিত। এছাড়া মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) কাউকে প্রয়োজন পড়লে বিড়ালকে বললে সে গিয়ে তার সামনে আওয়াজ করত। লোকটি তাতে বুঝত যে, হযরত আহবান করেছেন। একদিন খানকাহ শরীফে দরবেশদের একটি মুসাফির দল মেহমান হলেন। বিড়ালটি নিয়ম মতো গিয়ে বাবুর্চিকে সংখ্যানুযায়ী আওয়াজ দিয়ে তা জানিয়ে দিল। কিন্তু আহার পরিবেশনের সময় দেখা গেল বিড়ালের গণনা হতে একজন লোকের সংখ্যা বেশী হচ্ছে। তখন বিড়ালের দিকে লক্ষ্য করে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) বললেন, আজ তার কি হলো, সে ভূল করল কেন? কেন সে একজন লোকের ব্যাপারে অবহিত করা হতে বিরত রইল?

হযরতের একথ শুনে বিড়াল তৎক্ষণাৎ মেহমানদের কক্ষে গমন করল এবং উপস্থিত সবার গায়ে নাক লাগিয়ে গন্ধ শুকে যেতে লাগল। এভাবে শুকতে শুকতে তাদের মধ্যে হতে একজনের জানুতে গিয়ে বসল এবং প্রস্রাব করে দিল। তার এমন আচরণে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী তখন বললেন, হ্যাঁ বিড়ালের সত্যিই কোন অপরাধ নাই: কারণ উক্ত ব্যক্তি অনাহুত এবং ছদ্মবেশধারণকারী। তখন উক্ত ব্যক্তিটি উঠে হযরতের কাছে এসে তার পা ধরে বলতে লাগলো, "আমি একজন নাস্তিক। বার বছর যাবৎ দরবেশের পোষাকে ছদ্মবেশ ধরা পড়লে তার হাতে হাতে রেখে মুসলমান হয়ে যাব। আজ আপনার পোষা বিড়াল আমার সে বেশ উন্মোচন করল। এখন আমি খালেস দিলে তওবা করছি এবং ইসলাম কবুল করছি।

সুবহানাল্লাহ হযরতের নেগাহ ও করমের প্রভাবে একটি পোষা বিড়াল ও বিরল যোগ্যতার অধিকারী এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সনাক্তকারী। সে নাস্তিক ব্যক্তিটি পরে হযরতের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুরিদ হন। হযরত তাকে পরিপূর্ণ রিয়াজের ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জনের পরে খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন এবং দ্বীনি খেদমত দানের জন্য ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন।

অগোচরে দুধের পাত্রে পতিত হয়। বিড়ালটি সেটা জানতে পারে এবং বারংবার দুধের পাত্রের চারদিকে ঘুরতে থাকে। বাবুর্চি মনে করল দুধ পানের উদ্দেশ্যে বিড়াল এমন আচরণ করছে। বাবুর্চি তাই বিড়ালের ডাকে কান দিলনা। বিড়াল বাবুর্চির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভাবতে লাগল যে, বাবুর্চি আমার ইঙ্গিততো বুঝতে পারছে না। এদিকে এ দুধগুলি যখন খানকার ফকির দরবেশদের মধ্যে বন্টন করা হবে তখন তো বিষাক্ত মৃত সাপের বিষের প্রতিক্রিয়ায় সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। তাই বিড়ালটি সে দুধের মধ্যে ঝাপ দিয়ে পড়ে শহীদ হয়ে গেল। ফকির দরবেশদের জীবন রক্ষার জন্য বিসর্জন দিল নিজ জীবন। পরে দুধের পাত্র হতে দুধ ফেলে দেয়ার সময় সকলে ঘটনা বুঝতে পারল, কেন বিড়ালটি এভাবে জীবন উৎসর্গ করল। পাত্রে তখন বিড়াল ছাড়াও ছিল সে কাল সাপের মৃতদেহ।

পরে হযরত নূরুল আইনের (রঃ) নির্দেশে তাকে সসম্মানে মাটির নিচে দাফন করা হয় এবং তার জন্য তৈরী করা হয় কবর। কবরটি অবস্থান দরবারের পূর্ব দিকে। কারো উপর জ্বীন বা শয়তানের আছর (প্রভাব) হলে তাকে যদি এ বিড়ালের কবরে উপস্থিত করা হয় তবে আক্রান্ত ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকে- বিবি গোরবা (বিড়ালটি নাম) আমাকে থাবা মারছে, আমি তওবা করছি, আর কখনো এ ব্যক্তিকে কষ্ট দেবনা। এর জ্বলন্ত প্রমাণ পাবেন যে কেউ; যদি সেখানের যান। এরূপ অসংখ্য আক্রান্ত ব্যক্তি এখানে খোদার ফজলে সুস্থ হয়ে ফিরছেন।

*** মরণাপন্ন বালককে নতুন জীবন দান ঃ** দামেশকে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী অবস্থানরত ছিলেন বেশ কিছুদিন যাবৎ। বিভিন্ন ঘটনায় তার বহু কারামত এখানে প্রকাশিত হয় যার ফলে সর্বত্র তার কথা ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন তার শরাফত, জ্ঞানের গভীরতা, বেলায়তের উচ্চ মর্তবা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সান্নিধ্যে এসে ধন্য হতে থাকে। একদিন তিনি দামেশকের জামে মসজিদের চত্বরে বসা ছিলেন। এমনি সময় আলুথালু বেশে একজন অসামান্য সুন্দরী যুবতী বার বছরের কিশোর সন্তান নিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার সামনে উপুড় হয়ে পড়ল। কিশোরটি ভয়ানক অসুস্থ ছিল। চিকিৎসকগণ তার ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেয়ায় মা তা মরণাপন্ন সন্তান নিয়ে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

মোজেজা ছিল। সুতরাং একে বাচানো সম্ভবপর নয়।
কিন্তু সন্তানের মা হিসেবে যুবতী সীমাহীন অস্থির, অবোধ এবং নাছোড়বান্দা। তাই হযরতের সমীপে নিবেদন করল যে, আল্লাহর অলিগণ বহুজনকে জীবন দান করেছেন।
কেননা তারা এদিক দিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এরই প্রকাশমান। এভাবে যুকতীটির ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দেখে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী আর থাকতে পারলেন না। তিনি মোরাকাবা ও মোশাহাদায় গিয়ে চক্ষু বন্ধ করলেন। অল্পক্ষণ পরে মাথা তুললেন এবং কিশোর সন্তানের দিকে ফিরে এরশাদ করলেন, আল্লাহর নির্দেশে দন্ডায়মান হও। বলা মাত্র মরণাপন্ন কিশোর উঠে দাড়াল এবং হাটাচলা আরম্ভ করল। (সুবহানআল্লাহ)

*** কুষ্ঠরোগ হতে আরোগ্য লাভ ঃ** হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর (রাঃ) জওহার নামীয় একজন মুরিদের শরীরে একদা কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে সে অত্যন্ত ম্রীয়মান ও সংকুচিত হয়ে গেলে এবং লোকজনের সংস্পর্শ হতে দূরে সরে যাওয়ার মনস্থ করে হযরতের খেদমতে অনুমতি প্রার্থনা করল। কেনানা কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে যুগে তাকে শহর হতে বের করে দেয়া হতো। খোরাসানে ও এ ধরনের রোগী লোকালয়ে থাকতে পারত না।
কিন্তু জওহার হযরতের বিচ্ছেদ বেদনায়ও অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। তার হৃদয় খান খান হয়ে যাচ্ছিল হযরতের অমূল্য সাহচর্য এবং অমীয় বাণী শুনা হতে বঞ্চিত হতে হবে ভেবে।
হযরতও তাকে খুব ভালবাসতেন। কেননা সে ছিল একজন ভাল কবি ও সুবক্তা। তার কবিতা শুনে হযরতও প্রীত হতেন। তাই হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর সামনে তার বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা এবং বিচ্ছেদ বেদনার কাতরতা প্রকাশ পেলে হযরত নিজেও তার জন্য ব্যথিত হলেন। মাহবুবে ইয়াযদানী তাকে বিদায়ের অনুমতি প্রদানের পরিবর্তে একটি পাত্র ভরে পানি আনলেন এবং তাতে স্বীয় মুখ হতে সামান্য থুথু দিলেন। অতঃপর সে পানি জওহার কিছু পান করল এবং অবশিষ্ট শরীরে ঢেলে দিল। দেখতে না দেখতেই শরীরের সে কুষ্ঠরোগের সাদা দাগগুলি মিলিয়ে

গেল। খোদা তায়ালার অপরিসীম মেহেরবানীতে আল্লাহর অলির বদৌলতে তৎক্ষণাৎ জওহার কুষ্ঠ রোগ হতে সম্পুর্ণ রুপে সুস্থ হয়ে গেল।

*** সন্তান লাভ করল অলির দোয়ায় ঃ** একদিন হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) সিকান্দরপুর নামক স্থানে তশরীফ আনেন। আসার পর স্বীয় সাথীগণকে বলতে লাগলেন যে, এগ্রাম হতে তিনি নবী বংশের সুবাস পাচ্ছেন। হযরত আসার সংবাদ শুনে উক্ত স্থানের মালিক সৈয়দ জামাল উদ্দিন হযরতের সাক্ষাত লাভের জন্য উপস্থিত হলে হযরত এরশাদ করেন, সুবাস আরো তীব্র হয়ে নাকে লাগছে। সৈয়দ জামাল উদ্দিন হযরতের সাথে সাক্ষাত করে খুবই প্রীত হলেন। হযরতের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্ম নিল। তাই প্রায়শই তিনি তার খেদমত উপস্থিত হতে লাগলেন।

এদিকে তিনি মনে মনে স্থির করলেন হযরতের কাছে দোয়া চাইবেন অধিক সন্তান লাভের জন্য। কেননা তাদের বংশে উর্ধতন কয়েক পুরুষ হতে একটি অধিক সন্তান জন্মাতনা। তিনি যখন দোয়া চাইতে এলেন তখন মনে মনে ভাবছিলেন যে, এবার হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) হতে দোয়া নিবেন এবং পরে অন্য বুযুর্গের সাক্ষাৎ পেলে তার কাছেও এজন্য দোয়া চাইতে ভুলবেন না।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর নিকট তার মনের সুপ্ত গোপন রইলনা। তিনি এরশাদ করলেন, তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। চিন্তা করোনা, অনেক সন্তান সন্ত্রতি জন্ম নেবে। এ ব্যাপারে আর কারো নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নাই এবং নিজের অবস্থা আর কারো নিকট প্রকাশ না করাই উত্তম হবে। প্রচুর ধন সম্পদও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান করবেন। বস্তুতেই হযরতের কথা অক্ষরে সত্য প্রমানিত হয়।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী সৈয়দ জামাল উদ্দিন সম্পর্কে ভাল ধারণা ও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সৈয়দ জামাদ উদ্দিন হুবহু আখেরী নবী হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর একই চেহারার অধিকারী। তাকে যে ব্যক্তি দেখবে সে যেন হুজুর পূরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নুরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্যশালী হলো।

*** আয়ুহীন মরণযাত্রীকে দশ বছর হায়াত দান ঃ** সেই সিকান্দরপুরেই একদিন এক বৃদ্ধা তার মৃত্যুপথযাত্রী এক সন্তান নিয়ে এসে হযরত

মাহবুবে ইয়াযদানীর পায়ে পড়ল এবং বলতে লাগল, হুজুর এটিই আমার একমাত্র সন্তান আল্লাহরই ইচ্ছায় আজ সে মরণযাত্রী। দয়া করে তার জন্য দোয়া করুন।

হযরত তখন জবাব দিলেন, এ সন্তানের আয়ুতো বেশী দেখছিনা। তখন বৃদ্ধা বলল হুজুর আমি অতশত বুঝিনা। আমার সন্তান যদি না বাচে তবে আমি আজ হযরতের সামনে প্রাণও দিয়ে দেব। ব্যাকুল মায়ের এমন কথা শুনে হযরত বললেন, ঠিক আছে আমাকে আল্লাহ তায়ালা একশো বিশ বছরের আয়ু দান করেছেন। আমি নিজ জীবনের আয়ু হতে দশ বছর তোমার সন্তানকে দান করছি। আজকের তারিখ লিখে রাখ। ঠিক দশ বছর পর্যন্ত তোমার সন্তান জীবিত থাকবে। এরপর বৃদ্ধ সুস্থ সন্তান নিয়ে খুশী মনে ফিরে গেল।

*** সরীসৃপ মান্য করে আল্লাহর অলিগণকে ঃ** হযরতের বিশিষ্ট খলিফা হযরত আবুল মকারিম বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত জঙ্গলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সঙ্গীসাথীসহ সফরোপলক্ষে। এ সময় তিনি দীর্ঘ সফরে বলখ হতে শেরওয়া হয়ে হিরাতের দিকে আসছিলেন। জঙ্গলের উক্ত পথটিতে বড় অজগর ও বিষাক্ত সাপের বড় বেশী উৎপাত ছিল। তাই সাথীরা হযরতকে সে পথে না যাওয়ার জন্য সাবধান করলে হযরত বললেন যে, ইনশাল্লাহ কোন অসুবিধা হবেনা।

এদিকে কিছুদুর যাওয়ার পর একটি বড় অজগরকে দেখা গেল পথ আটক করে অবস্থান করছে। কাফেলা দাঁড়িয়ে গেল বাধ্য হয়ে। হযরত তখন এগিয়ে গিয়ে স্বীয় লাঠি মোবারক দিয়ে সাপের দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করলেন, হে অজগর তুমি নিরীহ ফকিরদের পথ কেন আটকে আছ? পথ ছাড় এবং সরে যাও। অজগর সাপ সে কথা শুনে পথ ছেড়ে সরে গেল এবং কাফেলা পুনরায় সামনে যাত্রা করল।

*** বিপথগামী মুরিদকে রক্ষা করেন মুর্শিদ করীম ঃ** হিরাতে এসে হযরত কয়েকদিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন গওহার আলী নামে হযরতের এক মুরিদ হিরাতের বাজারে গেলেন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। সেখানে তিনি এক অসামান্য সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আসক্তি বোধ করলেন এবং যুবতীর সাথে আলাপের চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগল এবং তিনি তওবা ও খোদার কাছে গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে চাইতে বিমর্ষ বদনে হযরতের সামনে উপস্থিত হলেন। এদিকে হযরত তাকে দেখা মাত্র চেহারা

মোবারক ফিরিয়ে নিলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এই আহাম্মককে সবাই দেখ, সে বাজারে গিয়ে যুবতীদের সাথে আলাপের চেষ্টা করে। অতঃপর হযরত হুকুম দিলেন তাকে মজলিশ হতে বের করে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। দিন কয়েক অতিবাহিত হলো। গওহার আলী অবশেষে হযরতের বিশিষ্ট অনুচর হযরত দুররে ইয়াতীমের স্মরণাপন্ন হয়ে তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে সুপারিশ করতে সম্মত করালেন। তিনি হযরতের দরবারে গওহার আলীর জন্য সুপারিশ করলে হযরত ক্ষমা করে দিলেন। হযরত বলতেন যে, মুর্শিদ ও পথ প্রদর্শক হাদীগণের জন্য স্বীয় মুরিদ ও ভক্তদের অবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক, যাতে সে শরীয়ত ও তরিকতের পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত হয়ে না যায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে সে বেচেঁ থাকে।

*** লোহা হলো স্বর্ণখন্ড ঃ** কোন এক সফরে হযরত শ্রীলংকার এক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ অবস্থায় একটি বড় জঙ্গল পড়ে গেল। বহুদুর পর্যন্ত কোন জনবসতি ছিলনা। এদিকে রসদপত্র ফুরিয়ে গেল। ফলে কাফেলার মধ্যে অনেকেই কয়েকদিন যাবৎ আহার্য ও পানীয়ের অভাবে কাহিল হয়ে পড়লো। এ অবস্থা দেখে হযরত একজনকে বললেন, একট লৌহ খন্ড জোগাড় করে নিয়ে এসো। জনৈক ব্যক্তির কাছে লোহার শেকল ছিল সে তা হযরতের সামনে পেশ করল।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) এক দৃষ্টে সে শেকলের দিকে অল্প সময় তাকিয়ে রইলেন। দেখা গেল-সেটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর বাবা হোসাইন নামীয় জনৈক খাদেমকে বললেন, যাও এখান থেকে কিছুদুর গেলেই "সওকুল মজানীন" নামক একটা বাজার দেখতে পাবে। সেখানে গিয়ে স্বর্ণখন্ড ভাঙ্গিয়ে তিন দিনের জন্য রসদাদি ক্রয় করে আন এবং এরপর স্বর্ণখন্ড অবশিষ্ট থাকলে তা পানিতে ফেলে দেবে।

বাবা হোসাইন নামীয় উক্ত খাদেম হযরতের নির্দেশ মোতাবেক 'সওকুল মজানীন' (মজনুনগণের বাজার) এ উপস্থিত হলো। কিন্তু তার অবাক হবার পালা। কেননা সে দেখতে পেল, হযরতের বিশিষ্ট অনুচর 'দুররে ইয়াতিম' একটি চাবুক হাতে দন্ডায়মান থেকে বাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছেন। 'দুররে ইয়াতিম' সে সময় হযরতের আস্তানাতেই থাকার কথা। কেননা তার উপর সেখানকার দেখাশুনা করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তাকে দেখে তাই বাবা হোসাইন আশ্চর্যান্বিত হলো। হযরত দুররে ইয়াতীম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আল্লাহর অলিগণের কার্যাদির কি হদিস পাবে, চক্ষের পলকে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে

পারেন। যে কোন স্থানে গমনাগমন করতে পারেন। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী আমাকে 'সওকুল মজানীন' এর দায়িত্বভাবে ন্যস্ত করেছেন বিধায় আমি চাবুক হাতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহর অলিগণের মধ্যে কারো আহার্য প্রয়োজন হলে এখানে তারা আসেন এবং পছন্দ মাফিক খাদ্য গ্রহণ করেন। আর যদি কেউ তাদের সাথে অসাদাচরণ করে বা তাদের মর্জির পরিপন্থী কোন কাজ করে তবে আমি চাবুক দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে নিয়োজিত। তুমি যে কাজে এসেছ তা সম্পাদন করে ফিরে যাও। তোমার জন্য মাহবুবে ইয়াযদানী অপেক্ষারত। বাবা হোসাইন প্রয়োজন মাফিক রসদপত্র ক্রয় করে এসে হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, হযরতের নির্দেশমত তিনদিনের রসদ পত্রাদি ক্রয়ের পর অবশিষ্ট স্বর্ণ পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এদিকে আমির তোঙ্গরকুলি নামক একজন সহচর মনে মনে ভাবতে লাগল যে, স্বর্ণগুলি নষ্ট না করে কোন নিঃস্বকে প্রদান করলেই তো ভাল হতো। এ কথা চিন্তা করার সাথে সাথে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, খোদার তায়ালার কাজের মধ্যে নাক গলানোর ধৃষ্টতা কোথায় পেলে পরম দয়াময় প্রতি পালককে বুঝি বান্দাদের প্রতি কার্য শেখাচ্ছ?

এ কথা শুনেতো আমির তোঙ্গরকুলি নিত্যন্ত শরমিন্দা ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তিন দিন যাবৎ হযরতের সামনে আসা হতে বিরত রইলেন। অবশেষে হযরত নুরুল আইনের শরণাপন্ন হয়ে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর সামনে উপস্থিত হলেন এবং বারবার ক্ষমার আর্জি পেশ করতে লাগলেন। হযরত তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

*** আগুনে পোড়া জখম সুস্থ হয় নিমিষে ঃ** হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় খানকা শরীফ হতে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বের হলেন। অতঃপর অযোধ্যায় এসে উপনীত হলেন এবং হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মৌলানা শামসুদ্দীন ছিদ্দিকী 'ফরিয়াদরস' (রঃ) এর খানকা শরীফ মেহমান হলেন। হযরত শামসুদ্দীন হযরত গাউসুল আলম (রঃ) কে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তার সম্মানে প্রচর আহার্যের ব্যবস্থা করলেন। এমনকি হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী স্যুপ পছন্দ করেন বলে হযরত শামসুদ্দীন নিজ হাতে স্যুপ তৈরী করলেন। স্যুপ তৈরী করতে গিয়ে হযরত শামসুদ্দীন হাত পুড়ে ফেললেন এবং তাতে একখানা পট্টি বেঁধে আহার্য পরিবেশন করতে লাগলেন।

হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর চোখে পড়ল তার পট্টিবাধা হাত। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে প্রত্যদর্শী কয়েকজন জানালেন যে, স্যুপ তৈরী করতে গিয়ে হাত পুড়েছে তাই কাপড়ের পট্টি বেধে রাখা হয়েছে। হযরত অতি মমতা ও স্নেহভরে শামসুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললেন,'বৎস! কাথেছ এস। তোমার এ পোড়া দাগ নিয়ে চিন্তা করোনা, এটা তোমার বেলায়তেরই চিহ্ন।' অতঃপর তিনি সেখানে ফুক দিলেন দোয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ তা ভালো হয়ে গেল।

হযরত বলতেন, 'পীর ও মুর্শিদের সেবায় অবহেলকারী কখনো অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেনা। কেননা মুর্শিদের রাস্তায় যদি জীবন বাজি না করে তবে বুঝতে হবে সে ভীরু ও হিম্মতহীন। একটা জীবন নয় বরঞ্চ এক লাখ জীবনও যদি শেখ বা মুর্শিদের জন্য উৎসর্গ করা হয় তবুও তা যথেষ্ট নয়।'

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হোসাইন আশরাফী জিলানী আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রঃ) বলেন," আমার মতে হযরত শামসুদ্দীন তেমনই ব্যক্তি যার কাছে মুর্শিদের জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

*** ফজর হয়েও পিছিয়ে এল আবার রাত ঃ** হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) এর নিয়ম ছিল এশার নামাজ ওয়াক্তের শেষ দিকে আদায় করা । কেননা বিনিদ্র রজনী এবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং বিভিন্ন নফল নামাজ ও অজিফা পাঠান্তে এশার নামাজ আদায় করতেন এবং এশার নামাজ শেষ করতে করতে তাহজ্জুদের সময় হয়ে যেত। একবার পানি পথে হজ্বে যাওয়ার সময় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সেইবার পানি পথে যাওয়ার কালে ছয়মাস জাহাজে থাকতে হয় তাকে।

সে সফর একদিন জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে পতিত হয়। তিনদিন তিন রাত প্রবল ঝড় অব্যাহত থাকে হযরতের সফরসঙ্গীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হয়ে দোয়া করতে লাগল। হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) নিজেও দোয়া দরুদে রত থাকেন। অবশেষে ঝড় থামলে চতুর্থ রাত্রিতে হযরত নফল নামাজ সমূহ এবং অন্যান্য এবাদতসমূহ আদায় করতে করতে তিন চতুর্থাংশ কেটে যায়। অতঃপর হযরতের চোখে ঘুম নেমে আসে। কারণ ক্রমাগত তিন রাত তিন দিন একটু ও ঘুমাননি এবং সামান্য পরিমাণও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। তাই ঘুমের মধ্যে অজান্তে ফজর হয়ে এল। সুবহে সাদেকের ওয়াক্ত এসে উপস্থিত হলো এবং আকাশে লালিমা

পরিদৃষ্ট হতে লাগল। এ সময় হযরতের নিদ্রা শেষ হয় এবং লোকেরা হযরতকে বলল যে, ভোর হয়েছে।

এ কথা শুনে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার ফকিরদের পরিশ্রমকে কখনো নষ্ট করেন না। তোমরা গিয়ে জাহাজের ছাদে উঠে দেখ, সম্ভবতঃ এখনো ফজর হয়নি। একথা শুনে সকলে উপরে উঠে দেখল, ঠিকই রাতের অন্ধকারে চারদিকে ঢেকে গেছে। এরপর হযরত উঠে অজু করে স্বাভাবিক নিয়মে এশার নামাজ আদায় করলেন এবং অন্যরাও হযরতের সঙ্গে তাদের নামাজ আদায় করে নিলেন। এরপর মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) কিছুক্ষণ আরাম করলেন এবং এক ঘন্টা পর সোবহে সাদেক এর ওয়াক্ত হলো এবং যথানিয়মে হযরতের পিছে সকলে ফজর নামাজ আদায় করলেন।

এদিন থেকে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) স্বীয় অনুচর ও মুরিদগণকে নির্দেশ দিলেন যেন আর কখনো এশার নামাজ বিলম্ব না করে। তিনি নিজেও এরপর থেকে আর বিলম্ব করতেন না।

সুবহানাল্লাহ! হযরত মাহবুবে ইয়াযদানীর কী শান! প্রকৃত পক্ষে সময়তো আল্লাহর অলিগণেরই তাবেদার হয়ে থাকে। সাধারন লোকেরা তাদের সে শান ও ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারেনা।

*** পিঁপড়ারাজ্যের মেহমানদারী ঃ** শ্রীলংকার এক অঞ্চল একদা সফর করতে গিয়ে হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রাঃ) এক গহীন জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন। আশে পাশে কোন লোকালয় বা বসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। তিন দিন যাবৎ তারা কোন মানুষের দেখা পেলেন না, ফলে কোন খাদ্য সংগ্রহ করা গেলনা। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সকলে ক্ষধার্ত পিপাসায় কাতর হলেন। তাদের পা যেন আর চলতে চাইছিলনা। হযরত তাদের এ অবস্থা অনুভব করে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বললেন সবাইকে। কিছুক্ষণ পর তারা দেখলেন একটি পিপড়া এদিকে এগিয়ে আসছে। ইদুঁরের সমান তার আকার। সেটি সোজা হযরত মাহবুবে ইয়াযদানী (রঃ) সমীপে হাজির হলো এবং ইশারা ইঙ্গিতে কিছু যেন বলল। অতঃপর সেটি চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর সেটিকে আবার আসতে দেখা গেল এবং পূর্বের ন্যায় হযরতের কাছে এগিয়ে তাকে কিছু বললে হযরত সঙ্গীদের উঠার নির্দেশ দিয়ে নিজেও পিঁপড়ার সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। অনতিদূরেই একটি গাছের নিচে ছিল পিঁপড়াদের আবাস। সকলে সেখানে পৌছে হতবাক

হয়ে গেলেন। তাদের জন্য চল্লিশটি মিষ্টজাত খাদ্যের স্তুপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে একটির আকার কিছুটা বড় এবং অন্যগুলি সব সমান। হযরতকে বড়টির সামনে এবং অন্যদেরকে একটি করে স্তুপ নিয়ে বসানো হলো। অতঃপর সকলে পরিতৃপ্ত তা আহার করলেন। আহারাদির পর হযরত সঙ্গীরদের নিয়ে নিজেদের অবস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলে পিঁপড়াটিও সাথে সাথে তাকে বিদায় জানান এবং গন্তব্যস্থলে পৌছানো পর্যন্ত সে সাথে ছিল। তারপর হযরত তাকে বিদায় জানান। পিঁপড়া চলে যাওয়ার পর হযরত নুরুল আইন (রঃ) পিপড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত জানান যে, এ পিঁপড়াটি তাদের মধ্যে রাজা। একদিন জনৈক ধনী আমীর বিপূল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে এ জঙ্গলে শিকার করতে এসেছিল। তারা ঐ স্থানে বসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। তাদের আনা বিপুল খাদ্য সামগ্রী উদ্ধৃত্ত থেকে যায় এবং তা তারা এখানে পিঁপড়াদের ঢিবিতে ফেলে রেখে যায়। পিঁপড়ারাজ তখন সেগুলি হেফাজত করে রেখে দেয় এবং মনে মনে ভেবে রাখে যে, যদি কোন দিন সম্মানিত কোন অতিথির আগমন ঘটে তবে এ দিয়ে সে মেহমানদারী করবে। খোদাতায়ালা তার ফকিরদের এ স্থানে পৌছালেন এবং পিঁপড়ার বাসনা পূরণ হলো।

গাউছুল আলম (রাঃ) এর খলীফা গণ

হাজীউল হারামাইন হযরত সাইয়্যিদ শাহ আবুল হাছান আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ)
হযরত শায়েখ নিজাম উদ্দিন গরীব ইয়ামেনী (রাঃ)
হযরত শায়েখ কবীর (রাঃ)
হযরত শায়েখ মোহাম্মদ দুররে ইয়াতীম (রাঃ)
হযরত শায়েখ সামছুদ্দীন আত্তধী (রাঃ)
হযরত শায়েখ কাজী হুজ্জাত (রাঃ)
হযরত শায়েখ আবুল ওয়াফা খাওয়ারেজমী (রাঃ)
মুলকুল ওলামা হযরত শায়েখ কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (রাঃ)
হযরত শায়েখ মাওলানা আলামুদ্দীন (রাঃ)
হযরত শায়খুল ইসলাম শায়েখ আহমদ গুজরাতী (রাঃ)
হযরত শায়েখ সদীউদ্দিন রুদৌলবী (রাঃ)
হযরত শায়েখ রফীউদ্দিন আত্তধী (রাঃ)

হযরত শায়েখ সুলাইমান মুহাদ্দেস (রাঃ)
হযরত শায়েখ মারুফ দায়েমী (রাঃ)
হযরত শায়েখ ওসমান ইবনে খিজির (রাঃ)
হযরত শায়েখ রাজা (রাঃ)
হযরত শায়েখ সাইয়্যিদ আব্দুল ওহাব (রাঃ)
হযরত শায়েখ সামাউদ্দিন রুদৌলবী (রাঃ)
হযরত শায়েখ খাইরুদ্দীন (রাঃ)
হযরত শায়েখ কাজী মোহাম্মদ ছিধুরী (রাঃ)
হযরত শায়েখ আবুল মুকারম আমীর আলী বেগ (রাঃ)
হযরত শায়েখ আমীর জমশেদ বেগ (রাঃ)
হযরত শায়েখ রুকন উদ্দিন (রাঃ)
হযরত শায়েখ আছিল উদ্দিন জারাহ বাজ (রাঃ)
হযরত শায়েখ কিরাম উদ্দিন শাহবাজ (রাঃ)
হযরত শায়েখ জামীল উদ্দিন ছফীদবাজ (রাঃ)
হযরত শায়েখ আরেফ মকরানী (রাঃ)
হযরত মাওলানা শায়েখ আবুল মুজাফফর মোহাম্মদ লক্ষৌবী (রাঃ)
হযরত শায়েখ কামাল জায়েজী (রাঃ)
হযরত শায়েখ ফখরুদ্দীন (রাঃ)
হযরত শায়েখ তাজ উদ্দিন (রাঃ)
হযরত শায়েখ নুর উদ্দিন (রাঃ)
হযরত শায়েখ মোবারক গুজরাতী (রাঃ)
হযরত শায়েখ হুসাইন (রাঃ)
হযরত শায়েখ সাইফুদ্দিন মসনদে আলী সাইফখা (রাঃ)
হযরত শায়েখ মাহমুদ কানতারী (রাঃ)
হযরত শায়েখ সায়াদ উদ্দিন গেছু দারাজ (রাঃ)
হযরত শায়েখ আব্দুল্লাহ বানারসী (রাঃ)
মুলকুল আমরায়ে হযরত শায়েখ মূলকে মাহমুদ (রাঃ)
হযরত শায়েখ মোহাম্মদ ওরফে মুয়ীন মথন ছিধুরী (রাঃ)

গাউছুল আলম (রাঃ) এর শেষ দিন

হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানী সুলতান সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর জিন্দেগীর শেষ মাস হলো মহররম মাস। মহররমের চাদঁ দেখার সাথে সাথে হযরত অত্যন্ত খুশি হলেন। হযরত নূরুল আইন (রাঃ) এই রকম ব্যতিক্রম খুশির কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ফরজন্দ নুরুল আইন আমার পূর্ব পুরুষ হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) এই মাসেই শাহদাত বরণ করিয়াছিলেন। আমারও ইচ্ছা তাদের পছন্দীয় মাস আমাকে কবুল করুক। আর তখন থেকেই হযরতের শরীরের অবস্থা দুর্বল হইতে থাকে এবং সর্বদাই তিনি কেমন জানি ধ্যান মগ্ন থাকতেন। শরীয়ত ও মারফতের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে অনেক দেরী করে উত্তর দিতেন এবং বলতেন যে আমাকে এর চেয়ে আর ও ভাল কিছু পেশ করো। আশুরার দিনে সকলের সাথে অনেক অনেক বেশী কোরআন শরীফ তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে পার করেন। আশুরার দিনে শারীরিক অবস্থা আরোও অবনতি ঘটে। তাহার এই খবর শুনে দুর দুরান্ত থেকে তাহার খলিফাগণ, মুরীদ গণ, অলি আল্লাহ, আউলিয়া গণ তাহাকে দেখতে আসেন। তিনি কোন অবস্থাতেই তাহার এই শেষ অবস্থা তাদের বুঝতে দেয়নি এমনকি বললেন অজিফা গুলো পাঠ করতে থাকো। এরই মধ্যে হযরত শায়েখ নিজামুদ্দিন প্রথমেই এসেছিলেন, মাখদুম জাফর নুর কুতুবে আলম পাণ্ডুবী এবং শায়খূল ইসলাম রুমী ও আসলেন এবং হযরতে এই অবস্থা দেখে হযরতে সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করলেন।

হযরত বললেন সুস্থতা ও সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এখন শুধু মাহবুবের মধ্যখানে একটি পর্দা রয়েছে এখন যতসম্ভব দোস্ত দোস্তের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।

১৭ই মহররম তাঁহার অবস্থার অত্যন্ত জটিল হলে শুধু নামাযের সময় শরীরে শক্তি আসে নামায আদায় শেষ আবার আগের অবস্থান এই অবস্থায় তিনদিন একই অবস্থা চলতে থাকে সাথীগণ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন এখন ও পূর্ণ হয়নি আরো তিন দিন বাকী রয়েছে তিন দিন পর পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর ঐ অবস্থাতে ও ছিলছিলার কাজ চলতে ছিল। ২০ মহররম থেকে ২৩ মহররম পর্যন্ত অনুমানিক (১২০০০) বার হাজার লোক মুরীদ হলো।

এদিকে মহররম মাস আসার সাথে সাথেই অত্যন্ত তোড়জোড় ভাবে হযরতের রওজা শরীফের কাজ শুরু করে দিলেন। জমশেদ কলন্দর যিনি (৫০০) পাচঁশত কলন্দরের সর্দার ছিল। (১২) বার বৎসর ধরে সেই রওজা তৈয়্যার করিতেছেন। মুরীদ, খলিফা, সাথী সহ এখন কেউই বাকী ছিলনা যে, সেই কাজে কাজ না করে, নীড় শরীফ কে ৭ বার জমজমের পানি দিয়ে ভরপুর করেন নীড় শরীফের পাড়ে অনেক রকমের গাছ ছিল যা হযরতে নিজের হাতে লাগিয়ে ছিলেন। তারপর আদেশ হলো যে রওজা শরীফের মধ্যখানে কবর তৈরী করো এবং কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত এবং গভীরতা এমন হবে যাতে করে অতি সহজেই নামাজ আদায় করিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ হযরত নুরুল আইন, দুররে ইয়াতীম, শায়েখ মারুফ দায়েমী এবং কাজী হুজ্জাত তাহারা এই কাজটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন গভীরতা এতই ছিল যে, দাড়ানোর পরে আরও একহাত বেশী ছিল। তারপর হযরত নিজে কবরে প্রবেশ করে পর্যবেক্ষণ করলেন। অতঃপর পাশেই একটি গাছের নীচে বসলেন এবং সাথী সঙ্গীদের থেকে চলে যাবেন কথাটি তিনি প্রকাশ করলেন। সকলেই কাদঁতে কাদঁতে ঝার ঝার হয়ে গেলেন। হযরত নুরুল আইন অত্যন্ত কাতর হয়ে কাদঁতে কাদঁতে তিনি এক পর্যায়ে বেহুশ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি হুশ হলেন তাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে শান্তনা দিতে লাগলেন বেটা নুরুল আইন আমাকে তোমার থেকে আলাদা মনে করিও না এমনিভাবে অন্যদেরকেও শান্তনা প্রদান করিলেন এবং তাগিদ করিলেন যে আমার পরে নুরুল আইনকে তোমরা খেয়াল করিবে তার অনুসরণ থেকে কখনও অমনোযোগী হইওনা। তারপর তিনি নীড় শরীফের অনেক প্রশংসা করলেন এবং বললেন যে কেউ আমার রওজা শরীফ যিয়ারত করবে ইনশাআল্লাহ তার উভয়জাহান কামিয়াবী হবে এবং অনেক থেকে অধিকারী হবে।

সঙ্গী সাথীগণ সকলেই উপস্থিত হয়ে গেল। শায়েখ নিজামুদ্দিন ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের মধ্যে যতদিন রাখার ততদিনই রেখেছেন এখন আমার ফেরৎ যাওয়ার আদেশ হয়েছে।

আমি সেই আদেশকে পালন করব। আমার পরে কোন সময় ভয় ও আতঙ্কে কখনও ভীত হয়োনা। সর্বদাই আমাকে তোমাদের সাথেই আছি জানবে। অতঃপর কিছু সাদা কাগজ নিয়ে কবরে নেমে একদিন একরাত অবস্থান করলেন এবং "রিসালায়ে কবরিয়া" এবং "বাশারাতে মুরীদিন" নামে দুইটি ছোট পুস্তক লিখলেন। "রিসালায়ে কবরিয়া" এর মধ্যে আলমে আরওয়ার কথা এবং "বাশারাতে মুরীদিন" এর মধ্যে নিজের আক্বীদার কথা প্রকাশ করলেন।

গাউছুল আলম (রাঃ) এর শেষ বিদায়

ইন্তেকালের দিনে হযরত নুরুল আইন শায়েখ নিজামুদ্দিন আসফাহানী, শায়েখ মোহাম্মদ দুররে ইয়াতীম, শায়েখ আবুল মুকাররম, শায়েখ আহমদ আবুল ওয়াকা খাওয়ারেজেমী, শায়েখ আব্দুস সালাম হারদী, শায়েখ আবুল ওয়াছেল, শায়েখ মারুফ দায়ুমী, শায়েখ আব্দুর রহমান খানজাদী, শায়েখ আবু সাঈদ খারজী, মূলকে মাহমুদ শায়েখ শামছুদ্দীন আত্তধী এছাড়া আরো অন্যান্য বুজুর্গ গণকে ডাকলেন এবং পাশে বসিয়ে নসীহত প্রদান করত যত সব প্রাপ্ত তাবাররুকাত ছিল তার মধ্যে চার জামা ছিল যা চার জন বুজুর্গ থেকে পেয়েছিলেন। (১) নিজের পীর ও মুর্শিদ শায়েখ আলাউল হক পান্ডুবী (রঃ) থেকে প্রাপ্তি (২) বেলায়েতে চিশতীয়ার গদ্দীনশীন হযরত থেকে প্রাপ্তি (৩) শামদেশের শায়খুল ইসলাম থেকে প্রাপ্তি (৪) জালালুদ্দীন বুখারী মাখদূম জাহানীয়া জাহাগাশত থেকে প্রাপ্তি। তিনি সকলগুলি হযরত নুরুল আইনের হাতে দিয়ে ফাতিহা পাঠ করেন, অন্যান্য খলিফাদেরকে খাস খাস আরো কিছু তাবাররক প্রদান করলেন। এইভাবে জোহরের নামাযের সময় হয়েগেলে হযরত নুরুল আইন (রঃ) কে ইমামতি প্রদানে আদেশ করে নিজে পিছে নামায আদায় করে পরক্ষনেই কাওয়ালীকে ডাকলেন এবং মাহফিলে সামা শুরু হয়ে গেল হযরত কাওয়ালিদেরকে হযরত শেখ সাদী (রঃ) এর লিখিত একটি শায়ের বলতে আদেশ করলেন যখনই কাওয়ালীগণ এই শায়র পড়তে লাগলেন অর্থ্যাৎ - " যদি তোমার হাতে আমার মৃত্যু হয় তাহলে তো আমার সৌভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে "এই গান শুনার সাথে সাথেই হযরতের মধ্যে জালজালা সৃষ্টি হয়ে গেল তারপর কাওয়ালীর গান চলতে থাকে হযরতে এই অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

" ইন্নালিল্লহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন "।

গাউছুল আলম (রাঃ) এর অমূল্য বানী

ইলম বিহীন পরহেজগার ব্যক্তি শয়তানের অনুগত হয়।

ইলম বিহীন আলেম হলো রাঙতা বিহীন আয়নার মতো। হযরত এর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দশটি উৎকৃষ্ট মানের তলোয়ার সহ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ সামনে পড়িল। এমতাবস্থায় হাতিয়ার গুলি ব্যবহার ছাড়া রক্ষা পাবেনা। তেমনি কোন লোক অপরিসীম পন্ডিত্য অর্জন করল কিন্তু আমল করা হতে বিরত রইলে সে কিছুতেই নাজাত লাভ করবে না।

যে ব্যক্তি বেমানান কোন স্থানে এলেমের আলোচনা করে সে ব্যক্তির কথাবার্তার মাঝ হতে দুই অংশ নুর নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ যখন জেনে যায় যে, সে মাত্র এক সপ্তাহের মতো বেচে থাকার সম্ভাবনা। তার উচিত ইলমে ফেকাহ (শরিয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান) চর্চায় মনোনিবেশ করা। কেননা দ্বীনি একটি মাসয়ালার জ্ঞান হাসিল করা এক হাজার রাকাত নামায হতে শ্রেয়।

প্রত্যেক বুজুর্গের কোন বানী স্মরণ রাখতে চেষ্টা কর। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে তাদের নাম মনে রাখবে, তাতে যথেষ্ট উপকৃত হবে।

কোন সুফী সাধককে দেখে যদি যাচাই করতে না পার তবে তাকে অপমান বা উপহাসযোগ্য মনে করো না, কিংবা হেয় ভেবনা।

বাদশাহ ও শাসকদের সাথে দরবেশগণের যোগাযোগ করা উচিত এবং তাদেরকে সুন্দর উপায়ে সংশোধন করা অপরিহার্য।

যখন কোন শহরে পৌছবে তখন সেখান কার বুজুর্গগণের সাথে দেখা করবে এবং তারপর বুর্জুগগণের মাজার সমূহ যিয়ারত করবে।

"মুতওয়াক্কিল" (আল্লাহ হতে নির্ভরশীল) এর তিনটি চিহ্ন বিদ্যমান। (১) কারো কাছে কিছু চাইবেনা। (২) যা হস্তগত হয় তা ফেরৎ দেয়না। (৩) এসব যা হাতে আসে সঞ্চয় রাখে না।

প্রকৃত মুতাওয়াক্কিল সেই, যার দৃষ্টি কার্যকরণের পরিবর্তে এর সৃষ্টিকর্তার উপর থাকে।

ভয় ও ভরসার মধ্যেই ঈমান এর উদাহরণ এতটুকু বুঝতে চেষ্টা কর যে পক্ষীর দুইটি ডানার মধ্যে উভয়টির যতক্ষণ শক্তি না আসে ততক্ষণ যেমন সে উড়তে অক্ষম তেমনি ঈমানের ক্ষেত্রে ভয় ও ভরসা।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে যেন কৃপণতা হতে রক্ষা করেন

https://ashrafilibrary.blogspot.com

কেননা এটা কাফেরগনের বৈশিষ্ট্য।

যে ব্যক্তি "রিয়াজত ও মুজাহাদাহ" (আধ্যাত্মিক সাধক ও পরিশ্রম) না করবে, তার মধ্যে দৌলতে মোশাহাদা (বাতেনী দৃষ্টি শক্তি) কখনো অর্জিত হবে না।

খোদার বন্ধু কখনো মুর্খ বা জাহেল হয় না।

কাউকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবেন না । কেননা এমন ব্যক্তিদের (যাদের দেখতে হেয়কর ধারনা করা হয়) মাঝেই খোদার বন্ধুদের অনেকেই আত্মগোপন করে থাকেন।

মুহীব (প্রেমিক) মাহবুবের সত্ত্বা মাঝে বিলীন হওয়ার নামই তাওহীদ।

আহার তিন পর্যায়ের হয়ে থাকে। ফরজ, সুন্নাত ও মুবাহ। যে পরিমাণ মানুষকে জীবনাবাসনা হতে বাচাঁবে তা ফরজ আর যে পরিমাণ আহার্য ইবাদত ও স্বীয় পেশাগত শ্রমে প্রয়োজন তা সুন্নত এবং পেট ভরে আহার গ্রহণ করা মুবাহ।

রাতের বেলা আহার কখনো ত্যাগ করবেনা কেননা এতে দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি হয়।

জনৈক দরবেশ একদিন হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেকের জন্য "রিজিক নিদির্ষ্ট থাকার পর তা অর্জনের জন্য ঘুরতে ফিরতে হয় কেন? হযরত উত্তরে বললেন, খোদা তায়ালাই যদি তাকে ঘুরান তাহলে আর প্রশ্ন কেন? অতঃপর হযরত আরো বললেন তোমাদের নিকট সফর ও ঘুরাফিরায় কেবল রিজিক অর্জনটায় চোখে পড়ল। সফরে কত অসংখ্য ফায়েদা রয়েছে তাতো বলে শেষ করার নয়। কামেল অলিগণের জেয়ারত এবং তাদের নিকট হতে উপকৃত হওয়া মাহাত্মপূর্ণ স্থান সমূহ উপস্থিতি এবং সেখানে হতে ফায়েজ হাসিল করা। আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তার অপরিসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি কি নগণ্য বলে মনে হয়? জেনে রেখো এসব কারণে ফকীর দরবেশগণ সফরের মনস্থ করে থাকেন রুজী রোজগারের উদ্দেশ্য নয়।

রিজিকের জন্য অধিক পেরেশান হয়োনা এবং মৃত্যুর ব্যাপার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়োনা। রিজিক বন্টনকৃত হয়েছে যে ভাবেই হোক হস্তগত হবেই আর মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট আছে, তার আগমন আবশ্যম্ভাবী।

বুর্জুগানে কেরামের জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাচার সর্ম্পকে পড়া ও শুনার মাধ্যমে হেদায়ত লাভের আগ্রহীদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

কিছু লোকের ধারনা হলো ফকীর দরবেশদের জন্য বাদশাহ ও সরদারদের সাথে মিলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ ধারনাকে আমি মূর্খতা ও দাম্ভিকতা প্রসুত বলেই ব্যাখ্যা করি। কেননা পূন্যবানদের পূন্য যেমন বদকারদের আমলনামায় লিখা হবেনা তেমনি বদকারদের গুনাহ ও পূন্যবানদের আমল নামায় লিখা হবেনা। (তিনি আরো বলতেন) বাদশাহ ও বিচারকগণ হয়তো হবে ন্যায়পরায়ন নতুবা জালিম বা অত্যাচারী। যদি ন্যায়পরায়ন ও এবাদত গুজার হয় তবে তাদেরকে দেখলে সওয়াব ও বরকত অর্জিত হয়। হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর বানী রয়েছে যে হাশরের দিন খোদার ন্যায়বান নেতাই হবে সর্বোত্তম। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, এক ঘন্টার ন্যায়পরায়নতা ষাট বছরের এবাদতের থেকে শ্রেয়। পক্ষান্তরে বাদশাহ বা বিচাকে যদি জালিম অথবা ফাসিক হয় তবে আলেম ও পীর মাশায়েখ উভয়ের উপর ফরজ হলো তাদের সাথে দেখা করে সত্যের আদেশ ও অসত্যের বারণ এর দিকে উদ্বুদ্ধ করা। আলেম ও পীরগণ ধনসম্পদ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে যাবে না বরং সত্য দ্বীনের প্রতি পথ প্রদর্শন, সৎকর্মের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টিই হবে তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে তারা বাদশাহ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের সত্যিকার কামালিয়াতের পানে পৌছাতে পারবে। ভয় পাবেনা, শাসকদের রুহানী পথের ঘাটতী কিংবা তাদের এবাদতের ত্রুটি অপূর্ণতা কামেল দরবেশ ও সূফীর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবেনা।

সূফীগণের দৃষ্টিতে তাহাজ্জুদ নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম এবাদাত এবং শ্রেষ্ঠতম নফল। তাহাজ্জুদ নামাজ হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসার চাবী স্বরুপ। এটা সিদ্দিকগণের চোখের নুর এবং ফরজ নামাজ সমুহ আদায় করতে গিয়ে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা এ নামাজের মাধ্যমে প্রতিকার হয়। শুধু তাই নয় এ তাহাজ্জুদ আরেফ গণের রুহের উল্লাস এবং আবরার গণের জন্য কলবের আনন্দ স্বরূপ।

দ্বীনের ব্যাপার আমার সকল প্রকার সৌভাগ্য এবং দোয়া কবুল হবার মর্যাদা নিয়মিত তাহাজ্জুদে অতিবাহতি করার বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে।

এ মহান বুযুর্গের বিশাল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্মজীবনের যৎ কিঞ্চিত পরিচিতির যে প্রতিফলন আলোচনায় সম্ভবপর হয়েছে তা তার সম্পর্কে আরো জানার ও উপলব্ধির ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে মাত্র। এর মাধ্যমে কারো প্রবল তৃষ্ণা মিটানোর তাই সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। বরঞ্চ আমরা সত্যিকার উপলব্ধির জন্য তাঁরই নুরানী ফুয়ুজাতের প্রত্যাশা নিয়ে রইলাম।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

আশরাফী তথ্যভিত্তিক কিছু কিতাব

লাতায়েফে আশরাফী। লেখক ঃ হযরত নিজামুদ্দিন ইয়ামেনী (রাঃ)
মাকতুবাতে আশরাফী। লেখক ঃ হযরত হাজী আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ)
বাহরে জাখখার। লেখক ঃ হযরত মাওলানা অজীহ উদ্দিন (রাঃ)
আখবারুল আখয়াব। লেখক ঃ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রাঃ)
তাজকেরাতুল আউলিয়া। লেখক ঃ ফরীদ উদ্দিন আত্তার (রাঃ)
বজমে সুফিয়া। সাইয়্যিদ সাব্বাহ উদ্দিন আব্দুর রহমান সাহেব (রাঃ)
লাতায়েফে সুগরাফিয়্যাহ। সাইয়্যিদ শাহ হেমায়েত আশরাফী বাসখারী (রাঃ)
মানাকিবে আশরাফিয়াহ। মৌলভী আযায আহমদ (রাঃ)
আখবারুল আখইয়ার (উর্দু)। মাওলানা সিহান মাহমুদ/মাওলানা ফাজেল সাহেব (রাঃ)
মিরাতুল আসরার (উর্দু)। কাপ্তান ওয়াহিদ বখস ছিয়াল (রাঃ)
সাহায়েফে আশরাফি। মাওলানা আলহাজ্ব আবু আহমাদ সৈয়দ আলী হুসাইন আশরাফ আশরাফী মিয়া কিছুছবী (রাঃ)
তারিখে ওয়া জিওগ্রাফিয়্যাহ জায়েয। শায়েখ আব্দুর রহীম
গুলজারে আশরাফী। সাইয়্যিদ শাহ হেমায়েত আশরাফী বাসখারী
ওয়াজায়েফে আশরাফী। মাওলানা আলহাজ্ব আবু আহমাদ সৈয়দ আলী হুসাইন আশরাফ আশরাফী মিয়া কিছুছবী (রাঃ)
গুলজারে ইবরারে গুসী (গুসী নিজামী)
হুজ্জাতুল জাকেরীন মাত্বা রিসালায়ে কবরীয়া (তোজাম্মেল হুসাইন)
হায়াতে গাউসুল আলম। সাইয়্যিদ মোহাম্মদ আশরাফী আল জিলানী মোহাদ্দেস আজম কিছুছবী
হায়াতে সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর। ডাঃ সাইয়্যিদ ওয়াহিদ আশরাফ
সাইয়্যিদ গাউছুল পরএক নজর। সাইয়্যিদ হাসান মুসান্না আনোয়ার কিছুছুবী

https://ashrafilibrary.blogspot.com

সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর। সাইয়্যিদ আঃ বারী
জিকরে আশরাফ। মাওলানা সাইয়্যিদ কাদির আশরাফ কিছুছবী
মাহবুবে ইয়াজদানী। মাওলানা সাইয়্যিদ শাহ নঈম আশরাফ জায়েজ
বরকতে চিশতীয়া। মাওলানা হাকীম সৈয়দ নজর আশরাফ (রাঃ)
আশরাফ সিমনানী। সাইয়্যিদ শামীম আশরাফ)
গাউছুল আলম। মাওলানা গোলাম কাদের আশরাফী
মজ্জুবে কামেল। সাইয়্যিদ মাওসুফ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী
আওরত কী কামেল নামাজ। সাইয়্যিদ মাওসুফ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী
হাজী সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাঃ)। সাইয়্যিদ মাওসুফ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী

হযরত গাউছুল আজম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর ৯৯টি পবিত্র নামসমূহ

হুয়া গাউছু, আল্লাজি, লা গাউছা, ইল্লা হুয়া, সাইয়্যিদুন, মুআয়য়িদুন, কারিমুন, আজিমুন, শারীফুন, জারিফুন, ইমামুন, মু'মিনুন, মুহাইমিনুন, ছা-লিকুন, ছা-লিহুন, মুনইমুন, মুকাররামুন, ত্বাইয়্যিবুন, হুয়াল কুতবুল্লাজি লা কুতবা ইল্লা হুয়া আব্দুল কাদির, আল জিলানী, জাওয়া-দুন, মুরফা-দুন, ছা-ইমুন, ক্বা-ইমুন, আ-বিদুন, জা-হিদুন, সা-জিদুন, ওয়া-জিদুন, মা-জিদুন, জালিযুন, খফিযুন, ত্বক্বীযুন, নক্বীযুন, কা-মিলুন, বা-রিজুন, সফিযুন, জাকিযুন, হামি-দুন, না-ছিরুন, মুন-ছিরুন, সায়ি-দুন, রাশি-দুন, মুনজী, গাউছুন, কুতবুন, নক্বীবুন, নাজি-বুন, খা-শিযুন, খা-দিযুন, বুরহা-নুন, ছা-হিবুন, ছা-ক্বিবুন, ওয়-রিছুন, ওয়-দিযুন, বা-রিযুন, ফা-য়িকুন, লা-ইকুন, রা-ছিখুন, সা-মিখুন, ওলিয়ুন, খলিযুন, জা-হিরুন, বা-তিনুন, ত্বা-হিরুন, মুত্বহহারুন, মুতি-যুন, মুজি-বুন, শা-হিদুন, রা-শিদুন, ঝা-ইদুন, বাছি-রুন, মুনী-রুন, ছিলা-জুন, তা-জুন, মুক্বাররাবুন, মুহাদ্দিছুন, খালি-লুন, দালি-লুন, সা-দিকুন, সুলত্বা-নুন, হাসানিযুন, হুসাইনিযুন, হামবালিযুন, শা-ফিযুন, আ-লিমুন, হা-কিমুন, আ-দিলুন, মুয়ী-নুন, মুবি-নুন, মিসবা-হুন, মিফতা-হুন, শা-কিরুন, জা-কিরুন, মালা-লুন, মাআ-জুন, রা-ফিযুন, ছিহহুন, ওয়া-ছিহুন, হা-ফিজুন, ওয়ালাদু রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাসলিমান কাছিরান বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

৭২ জন শহীদে কারবালার নাম

১। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)
২। হযরত আব্বাস বিন আলী (রাঃ)
৩। হযরত আলী আকবর বিন হুসাইন (রাঃ)
৪। হযরত আলী আসগর বিন হুসাইন (রাঃ)
৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আলী (রাঃ)
৬। হযরত জাফর বিন আলী (রাঃ)
৭। হযরত উসমান বিন আলী (রাঃ)
৮। হযরত আবু বকর বিন আলী (রাঃ)
৯। হযরত আবু বকর বিন হাসান (রাঃ)
১০। হযরত কাসিম বিন হাসান (রাঃ)
১১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাসান (রাঃ)
১২। হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ)
১৩। হযরত মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ)
১৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল (রাঃ)
১৫। হযরত মোহাম্মদ বিন মুসলিম (রাঃ)
১৬। হযরত মোহাম্মদ বিন সাঈদ বিন আকীল (রাঃ)
১৭। হযরত আব্দুল রহমান বিন আকীল (রাঃ)
১৮। হযরত জাফর বিন আকীল (রাঃ)
১৯। হযরত ওনস বিন হার্ব আসাদী (রাঃ)
২০। হযরত হাবিব বিন মাজাহির আসাদি (রাঃ)
২১। হযরত মুসলিম বিন আওসাজা আসাদি (রাঃ)
২২। হযরত কাইস বিন মাসহার আসাদি (রাঃ)
২৩। হযরত আবু সামামা উমরু বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)
২৪। হযরত বুরির হামদানি (রাঃ)
২৫। হযরত হানালা বিন আসাদ (রাঃ)
২৬। হযরত আবিস শাকরি (রাঃ)
২৭। হযরত আব্দুল রহমান বাহবি (রাঃ)
২৮। হযরত সাইফ বিন হার্ব (রাঃ)
২৯। হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ হামদানি (রাঃ)
৩০। হযরত জুনাদা বিন হার্ব (রাঃ)
৩১। হযরত মাজমা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)
৩২। হযরত নাফে বিন হালাল (রাঃ)
৩৩। হযরত হাজ্জাজ বিন মাসরুক (রাঃ) মুয়াজ্জিন এ কাফেলা এ কারবালা আনসারী
৩৪। হযরত ওমর বিন কারজা (রাঃ)
৩৫। হযরত আব্দুল রহমান বিন আবদে রব (রাঃ)
৩৬। হযরত জুনাদা বিন কাব (রাঃ)
৩৭। হযরত আমির বিন জানাদা (রাঃ)
৩৮। হযরত নাঈম বিন আজলান (রাঃ)
৩৯। হযরত খান বিন হার্ব (রাঃ)
৪০। হযরত জুহায়ের বিন কাইন (রাঃ)
৪১। হযরত সালমান বিন মাজারাইব (রাঃ)
৪২। হযরত সাঈদ বিন ওমর (রাঃ)
৪৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বাসির (রাঃ)
৪৪। হযরত ইয়াজিদ বিন জাঈদ কানদি (রাঃ)
৪৫। হযরত হারব বিন ওমর উল কাইস (রাঃ)
৪৬। হযরত জাহির বিন আমির (রাঃ)
৪৭। হযরত বাসির বিন আমির (রাঃ)
৪৮। হযরত আব্দুল্লাহ আরওয়াহ গাফফারি (রাঃ)
৪৯। হযরত জন (রাঃ) গোলাম আবু যার গাফফারি কালবি
৫০। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির (রাঃ)
৫১। হযরত আব্দুল আলা বিন ইয়াজিদ (রাঃ)
৫২। হযরত সেলিম বিন আমির (রাঃ) আজদী
৫৩। হযরত কাসিম বিন হাবীব (রাঃ)
৫৪। হযরত আয়েদ বিন সেলিম (রাঃ)
৫৫। হযরত নোমান বিন ওমর (রাঃ) আবদী
৫৬। হযরত ইয়াজিদ বিন সাবিত (রাঃ)
৫৭। হযরত আমির বিন মুসলিম (রাঃ)
৫৮। হযরত সাইফ বিন মালিক (রাঃ) তামিমি ও তাই
৫৯। হযরত জাবির বিন হাজ্জাজি (রাঃ)
৬০। হযরত মাসুদ বিন হাজ্জাজি (রাঃ)
৬১। হযরত আব্দুল রহমান বিন মাসুদ (রাঃ)
৬২। হযরত বাকের বিন হাই
৬৩। হযরত আম্মার বিন হাসান তাই (রাঃ) তাগলিবী
৬৪। হযরত জুরআমা বিন মালিক (রাঃ)
৬৫। হযরত কানানা বিন আতিক (রাঃ) জাহানি ও তামিমি
৬৬। হযরত আকাবা বিন সুট (রাঃ)
৬৭। হযরত হুর বিন ইয়াজিদ তামিমি (রাঃ)
৬৮। হযরত আকাবা বিন সুট (রাঃ)
৬৯। হযরত হাবালা বিন আলী শিবানী (রাঃ)
৭০। হযরত কানাবা বিন ওমর (রাঃ)
৭১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকতার (রাঃ)
৭২। হযরত গোলাম এ তুরকি (রাঃ)

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https://ashrafilibrary.blogspot.com

আশরাফ হামারা - মাহবুব হামারা

তারিকুস সালতানাত, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউসুল আলম,
শাহ সুলতান সৈয়দ মোহাম্মদ মীর আওহাদুদ্দীন

মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কারামাত

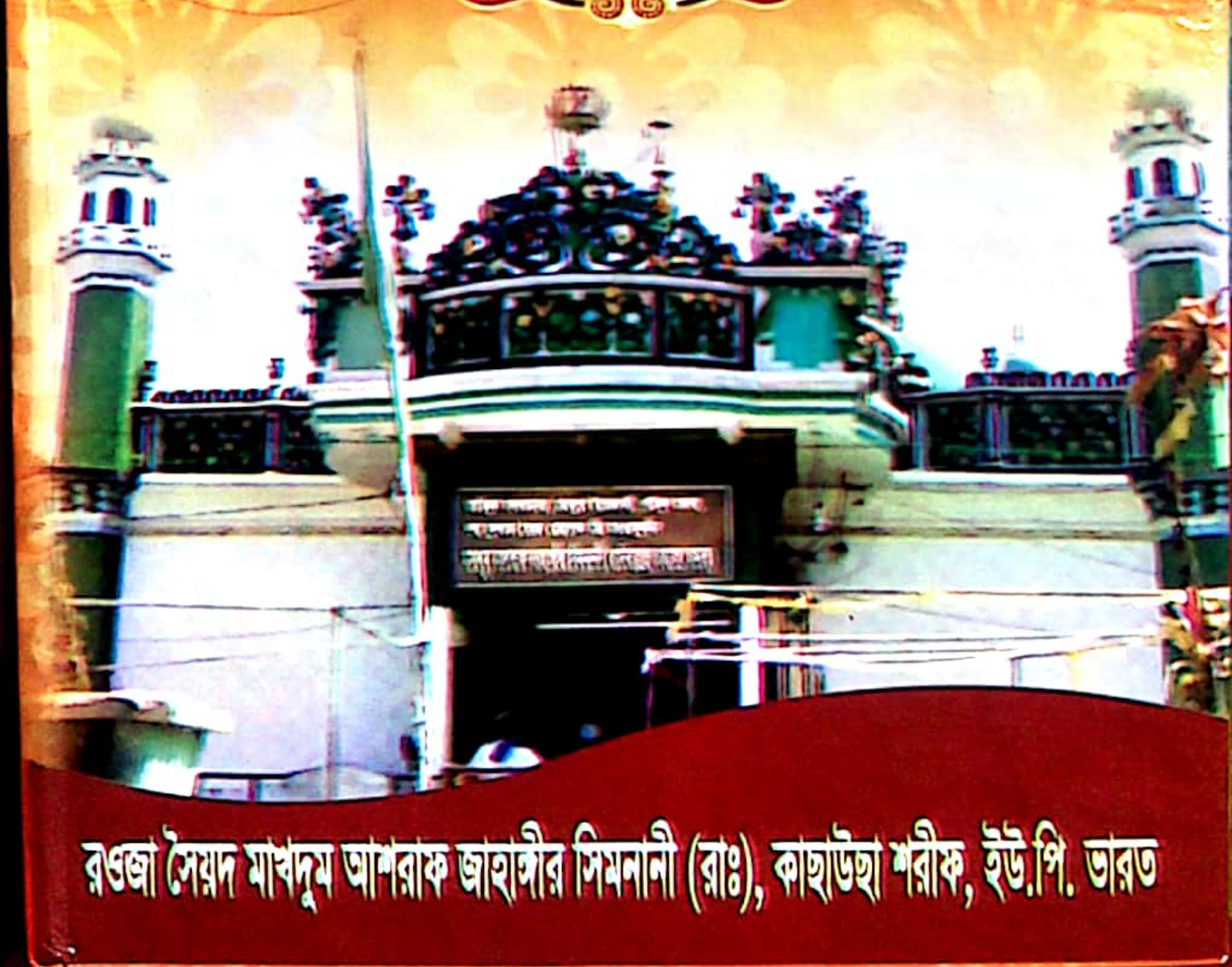

রওজা সৈয়দ মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ), কাছাউছা শরীফ, ইউ.পি. ভারত